ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 January, 2021 ■ আগরতলা, ১৪ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৯ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে পৌছল কোভিডশিল্ড ভ্যাকসিন ১৬ জানুয়ারী টিকাকারণে প্রস্তুতি

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.)।। ত্রিপুরায় পৌছেছে কোভিড-১৯ টিকা। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাও আগামী ১৬ জানুয়ারী কোভিড টিকাকারণে প্রস্তুতি নিয়েছে। বুধবার সকালে কলকাতা থেকে বিমানে টিকা আগরতলায় এসে পৌছেছে। কোভিডশিল্ড ভ্যাকসিন আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর থেকে ভ্যাকসিন ভ্যান-এ গুর্খাবস্তিস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গুদামে নেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন-র মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সোয়াল জানিয়েছেন, কোভিড টিকাকরণে প্রথম পর্যায়ের টিকা ত্রিপুরায় এসে গেছে। মোট ৫টি বক্স-এ ৫৬৫০০ টিকা এসেছে। ওই টিকাগুলি গুর্খাবস্তিস্থিত কেন্দ্রীয় গুদামে রাখা হয়েছে। সেখান থেকেই সারা রাজ্যে সরবরাহ করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক টিকা সংগ্রহে

ভ্যাকসিন ভ্যান নিয়ে গুর্খাবস্তি পৌছে গেছেন। এদিন বিকেলের মধ্যেই কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী-তে ওই টিকা ৮টি জেলা মুখ্য কার্যালয়ে পৌছে যাবে।

প্রসঙ্গত, কোভিড টিকাকরণে প্রথম পর্যায় ১৬ জানুয়ারী থেকে সারা দেশে শুরু হবে। ত্রিপুরায় টিকাকরণে ১৫টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ৪৫৪২০ জন স্বাস্থ্য কর্মী-কে টিকা দেওয়া হবে। এরপর দ্বিতীয় ধাপে পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী, নগর নিগমের কর্মী সামনের সারির যোদ্ধাদের টিকাকরন হবে। এ-বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নগরোন্নয়ন দফতর, স্বরাষ্ট্র দফতর এবং সিএপিএফ-র কাছে পাঠানো হয়েছে। ইতিপূর্বে ডাঃ জয়সোয়াল জানিয়েছিলেন, টিকাকরণের পর কারোর দেহে পার্শপ্রতিক্রিয়া হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা হবে। এক্ষেত্রে ডেডিকেটেড অ্যাম্বুলেন্স-র সুবিধা রাখা হয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরা-র মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, রাজ্যের সমস্ত সাংবাদিক, সংবাদ কর্মী ও তাদের সকলের পরিবার-কে প্রথম ধাপে টিকাকরন করা হবে। কারণ তারাও প্রথম সারির যোদ্ধা। এ-বিষয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাব-র সম্পাদক প্রণব সরকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এদিকে, এই ভ্যাকসিন রাজ্যে আসায় জনমনে কিছুটা স্বস্তি এসেছে।

ট্রেনের কামরায় রোহিঙ্গা আটক

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.)।। আবারও ট্রেনের কামরায় রোহিঙ্গা আটক করেছে রেল পুলিশ। গত ১২ জানুয়ারি ০২৫০১ আগরতলা-নিউদিল্লি স্পেশাল রাজধানীর ট্রেন সুপারিনটেনডেন্ট গুয়াহাটি থেকে যাত্রীদের টিকিট এবং পরিচয় প্রমাণ-পত্র পরীক্ষা শুরু করেণ।

টিকিট পরীক্ষা করার সময় কামরা নং. বি৭ -এর কয়েকজন যাত্রীর প্রমাণপত্র দেখে মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এরপর উপযুক্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারা সন্দেহজনক যাত্রীদের পরীক্ষা করার জন্য ট্রেনের সুপারিনটেনডেন্ট একটি মেমো জারি করেন।

ওই মেমোরে উপর ভিত্তি করে নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ ও জিআরপি-এর দল ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়িতে গতকাল প্রায় ১৩-৪০ ঘণ্টায় পৌঁছানোের পর তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশিতে সন্দেহজনক হিসাবে ০৩ জন পুরুষ, ০২ মহিলা এবং ০৫ টি শিশুকে শনাক্ত করা হয়। তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেন থেকে নামানো হয়।

অনুসন্ধানের পর জানা যায় যে তারা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোক এবং ১১ জানুয়ারি আগরতলা থেকে ট্রেনটিতে যাত্রা শুরু করেছিল। ১০ জানুয়ারি তারা বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে ভারতের সোনামুড়া অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং আগরতলা থেকে দালালের সাহায্যে ট্রেনে চাপে। তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের কক্সবাজারের কুটুপালং ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছিল। উপযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রহস্যজনক ভাবে পুলিশ কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.)।। গভীর রাতে কর্মস্থলে ড্রেনের পাশে পুলিশ কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তীর্থমুখ-এ রহস্যজনক এই মৃত্যুর ঘটনায় আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

গোমতী ত্রিপুরা জেলায় করবুক মহকুমায় তীর্থমুখ-এ ডুম্বুর মকর সংক্রান্তির মেলা উপলক্ষ্যে পুলিশ ক্যান্টিনের দায়িত্বে থাকা হাবিলদার অমর চন্দ্র দত্ত-র মৃতদেহ গতকাল গভীর রাতে উদ্ধার হয়েছে। তাঁর মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে মৃতের ছেলে দাবি করেছে। তাঁকে খুন করা হয়েছে বলেও সন্দেহ মৃতের পরিবারের।

পুলিশ জানিয়েছে, অমর চন্দ্র দত্ত উদয়পুর জেলাশাসক কার্যালয়ে কর্মরত। ডুম্বুর মেলা উপলক্ষ্যে তাঁকে ক্যান্টিনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি উদয়পুর মহারানী এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, মেলা উপলক্ষ্যে তৈরি অস্থায়ী ক্যান্টিন-এ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। সাথে অমর চন্দ্র দত্ত-ও ছিলেন। গভীর রাতে তিনি ক্যান্টিনের বাইরে গিয়েছিলেন। এরপর রাত দুইটা নাগাদ ড্রেনের পাশে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের ছেলে এদিন দাবি করেছেন তাঁর বাবা শারীরিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। তাই, তাকে খুন করা হয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

বাম সরকার বেকারদের সাথে ছেলেখেলা করেছে, ১০৩২৩ নিয়ে সরব হলেন অজয় বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের চাকরি নীতি এবং বর্তমান সরকারের চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্ত বিষয় নিয়ে তালবাহানায় সরব হলেন প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস। বুধবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস অভিযোগ করেন গত বামফ্রন্ট সরকার নিয়ম-নীতি লংঘন করে যাদেরকে চাকুরীতে নিয়োগ করেছিল তারা আজ জীবন-জীবিকা নিয়ে এক অসহায় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন।

এর দায় তারা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারবে না।বাম আমলের চাকরি নীতির তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন সাংসদঅজয় বিশ্বাস বলেন বিগত বামফ্রন্ট সরকার চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে বেকারদের সঙ্গে রীতিমতো ছেলেখেলা করেছে। স্থির বেতনে পাঁচ বছরের জন্য বেকারদের সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত করেছে বিগত বামফ্রন্ট সরকার। এ ধরনের নীতি ভূ-ভারতে কোথাও নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বর্তমানে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্দোলন চালিয়ে গেলেও বর্তমান সরকার তাদের প্রতি সহানুভূতি না দেখানোয় তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তিনি রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। অবিলম্বে তাদেরকে নিযুক্তির ব্যবস্থা করতো তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিগত একটানা ৩৮ দিন ধরে রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেনা বাহিনীর নিয়োগ র‍্যালিতে যোগ দিতে গিয়ে করোনা ট্যাস্ট নিয়ে চরম হয়রানির শিকার প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা টেস্ট করাতে এসে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেনাবাহিনীর নিয়োগ রেলিতে অংশগ্রহণকারী যুবকরা।আগরতলার বাধারঘাট স্টেডিয়ামে বুধবার থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য নিয়োগ শুরু হয়েছে। সেনাবাহিনীতে চাকরি প্রত্যাশী এবং নিয়োগ রেলিতে অংশগ্রহণ কারী যুবকদের করোনা টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।নিয়োগ রেলিতে অংশগ্রহণ কারী যুবকদের বলা হয়েছে করোণা টেস্টের রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সেনাবাহিনীর নিয়োগ রেলিতে অংশ নিতে যাওয়া ওইসব যুবকরা রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে করোনা টেস্ট করাতে এসে রীতিমতো হোঁচট খেয়েছে।জিবি হাসপাতাল এর নির্ধারিত স্থানে করোনা টেস্ট করাতে আসলে তাদেরকে করোনা টেস্ট করার সুযোগ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জিবি হাসপাতালে করোনা টেস্টের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা জানান প্রয়োজনীয় সংখ্যক কিটএখানে নেই। শুধুমাত্র জরুরী রোগীর জন্যই এখানে করোনা টেস্ট কিট মজুত রয়েছে বলে জানানো হয়।

সেনাবাহিনীর নিয়োগ প্রিলতে অংশগ্রহণকারী কুড়ি পঁচিশ জন যুবক বুধবার জিবি হাসপাতালে করোনা টেস্ট করাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ায় তারা বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের নজরে আনেন।তারা জানান জিবি হাসপাতাল এ করোনা টেস্ট এর দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কাছে গেলে তারা নাকি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এখানে তাদের করুণা টেস্ট কোনভাবেই করানো সম্ভব হবে না।তারা চাপাচাপি করতে শুরু করলে শেষ পর্যন্ত করোনা টেস্ট এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মীরা এ বিষয়ে মেডিকেল সুপারের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দেয়।

তাদের পরামর্শ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর নিয়োগ অংশগ্রহণকারী যুবকরা মেডিকেল সুপারের সঙ্গে দেখা করতে যান।জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার এর সঙ্গে দেখা করতে গেলে মেডিকেল সুপার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন তার কাছে কি তৈরি হয় না। কিট মজুত নেই বলি তাদেরকে করোনা টেস্ট করানো যাবে না বলেও তিনি জানান।

করোনা টেস্ট করাতে এসে টেস্ট করাতে না পারায় রীতিমতো বিপাকে পড়েছে সেনাবাহিনী নিয়োগ দিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ওই যুবকরা।রাজ্যের প্রধান হাসপাতালে করোনা টেস্ট করানোর সুযোগ না থাকলে তারা কোথায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাম মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নিল ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। রাম মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট।বুধবার আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র রাষ্ট্রের রাজ্য কমিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে জন সম্পর্ক অভিযান সংগঠিত করা হবে।

জন সম্পর্ক অভিযান সংগঠিত করার পর আগামী পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে।ন্যূনতম ১০ টাকা ১০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা কুপনের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করা হবে বলে সাংবাদিকদের জানানো হয়।ট্রাস্টের রাজ্য কমিটির কর্মকর্তারা আরো জানান গোটা দেশ জুড়েই এ ধরনের তহবিল সংগ্রহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৭২০টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মোট ১১০০ টি কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়।রাষ্ট্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে বিদ্যুতস্পৃষ্টে আহত রাজমিস্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবারি থানা এলাকায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়েছে এক রাজমিস্ত্রি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট রাজমিস্ত্রির নাম আয়াজ আলী।তার বাড়ি কালা গাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতে। চোরাই বাড়িতে তহশিল অফিস নির্মাণের কাজ চলছে। সেখানে কাজ করছিল রাজমিস্ত্রি আয়াজ আলী। কাটার মেশিন রড কাটার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ওই মিস্ত্রি। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়লে অন্যান্য শ্রমিকরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসেন।

কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ ঃ সুপ্রিম রায়কে স্বাগত জানায় বিজেপি, বললেন প্রদেশ কিষান মোর্চার সভাপতি

আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.)।। সুপ্রিম কোর্ট কৃষি আইনে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। বিজেপি সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছে। কারণ, আমাদের লক্ষ্য কৃষি আইন সম্পর্কে অতীতের সমস্ত ভুলভ্রান্তি দূর হোক এবং আমরা ভবিষ্যতেও ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ নিয়ে কৃষকদের কল্যাণে কাজ চালিয়ে যাব। আজ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা প্রদেশ কিষাণ মোর্চা সভাপতি জহর সাহা স্পষ্ট ভাষায় এ-কথা বলেছেন।

তাঁর কথায়, বিজেপি সুপ্রিম কোর্টকে সম্মান করে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলবে। আমরা আশা করি আন্দোলনকারী কৃষক সংগঠনগুলিও সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে নেবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম দিন থেকেই বলে আসছে যে আমাদের অন্যান্য উপায়ে এই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে। শুরু থেকেই সরকার কৃষক সংগঠনের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিল। কোন সংশোধন প্রয়োজন হলে সেই প্রস্তাব আসলে সরকার ব্যবস্থা নেবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, সরকার কৃষক সংগঠনগুলিকে জাতীয় সড়ক ছেড়ে বিকল্প স্থানে আন্দোলন করার জন্য আবেদন জানিয়েছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই এই সংস্থার সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু, আন্দোলনকারীরা সরকারের কোন আবেদনে সাড়া দেয়নি। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষক সংগঠনগুলির সাথে নয় বার আলোচনা করেছে।শুধু তাই নয়, কৃষি আইন ২০২০-র প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত এবং কিছু ক্ষেত্রে সরকার কৃষক সংস্থার দাবীও মেনে নিয়েছে। তবে কৃষক সংগঠনগুলি সমগ্র কৃষি আইন বাতিল করার দাবি-তে অনড় রয়েছে, আক্ষেপ করে বলেন জহর সাহা।

তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী দল এবং কিছু সংস্থা তাদের কর্মসূচি অনুসারে কৃষক সংগঠনকে বিভ্রান্ত করেছে। সরকার এই বিষয়গুলিতে একমত হয়নি। তিনি কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টদের নিশানা করে বলেন, তাদের অস্তিত্ব এখন গুরুতর সংকটে রয়েছে। কারণ, রাজনীতিতে টিকে থাকার অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

তেলিয়ামুড়ায় কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় শুরু করল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের অন্যান্য অংশের ন্যায় তেলিয়ামুড়াতে ও কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়া শুরু হয় চলতি মাসের ১১ ই জানুয়ারি থেকে। তেলিয়ামুড়া প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ, মহাকুমা খাদ্য দপ্তর এবং মহকুমা কৃষি দপ্তর কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়াটি যৌথভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বুধবার দিনেও কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার প্রক্রিয়াটি অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া এগ্রিপ্রডিউস মার্কেটের বাজার শেড ঘরে। এখানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি দপ্তর, খাদ্য দপ্তর এবং তেলিয়ামুড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির কর্মকর্তারা। এ দিনে কৃষকদের কাছ থেকে ১৮টাকা ৬৮পয়সা প্রতি কিলো দরে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। গত ১১ই জানুয়ারি থেকে ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে ৯৫. ১ মেট্রিকটন ধান ক্রয় করা হয়েছে। যদিও বুধবার দিনেও ধান কেনার প্রক্রিয়া অব্যাহত।

তবে রাজ্য সরকারের এই প্রক্রিয়াকে সাধুবাদ জানিয়েছে ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকরা। যদিও ধান বিক্রি করতে আসা কৃষকদের অভিযোগ ওজনে কারচুপি নিয়ে। কিন্তু কৃষি দপ্তর, তেলিয়ামুড়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং খাদ্য দপ্তর কৃষকদের অভিযোগটি খণ্ডন করে বলেন এখানে কোন কারচুপি করা হচ্ছে না, সঠিক পর্যায়ে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হচ্ছে।

মধুপুর সীমান্তে পাচার বাণিজ্য রমরমা বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। সিপাহী জলা জেলার বিশালগড় মহাকুমার মিয়াপাড়া জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় ৪৫ কেজি কেজি শুকনো গাঁজা আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মিয়াপাড়া বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা সীমান্তে যখন টহল দিচ্ছিল তখন পাচারকারীরা ওই সীমান্তপথে গাজা পাচারের চেষ্টা করছিল।

বিষয়টি লক্ষ্য করে টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা এগিয়ে আসলে বিএসএফের ধাওয়া পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা গাঁজা সীমান্তের ওপারে পাঠাতে পারেনি কিংবা সঙ্গে করে সেখান থেকে নিয়ে যেতে পারিনি। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাতে গাঁজা গুলি ফেলে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। সেখান থেকে শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে বিএসএফের টহলদারি বাহিনী। উদ্ধার করা শুকনো গাজা মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা। উদ্ধার করা গাজার আনুমানিক বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে।বিএসএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিএসএফের কঠোর নজরদারির ফলেই পাচারকারীরা সীমান্তের ওপারে গাঁজা পাচার করতে সক্ষম হয়নি। সীমান্ত এলাকায় ফেলে যাওয়া গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও গাজা পাচারকারীদের আটক করতে পারেনি বিএসএফ জওয়ানরা।

এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও বিএসএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য মিয়াপাড়া সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত গাঁজা সহ অন্যান্য নেশাজাতীয় সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। বিএসএফের টহল এবং নজরদারির দুর্বলতার সুযোগে কাজে লাগিয়ে পাচারকারীরা এ ধরনের কাজকর্ম প্রতিনিয়ত চালিয়ে যাচ্ছে বলে স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ সতর্ক থাকলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তীর্থমুখের পৌষসংক্রান্তি মেলা এই রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। তীর্থমুখের পৌষসংক্রান্তি মেলা এ রাজ্যের এক সাংস্ক'তিক ঐতিহ্য। একদিকে ত্রিপুরা যেমন মডেল রাজ্য হবে তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক আদর্শ রাজ্য গড়ে উঠবে। আজ তীর্থমুখে পৌষসংক্রান্তি মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, আগামী ২০২২ সালের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হবে।

রাজ্যের মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশীপ প্রকল্পগুলির সুবিধা রাজ্যের অন্তিম মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা এখন আর্ন্তজাতিকস্তরে পরিচিতি পাচ্ছে ক্যুইন আনারস, জনজাতিদের ঐতিহ্যময় রিসা ও রাজ্যে উৎপাদিত বাঁশ বেতের শিল্প সামগ্রীর জন্য। এসমস্ত সামগ্রী দেশ-বিদেশে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

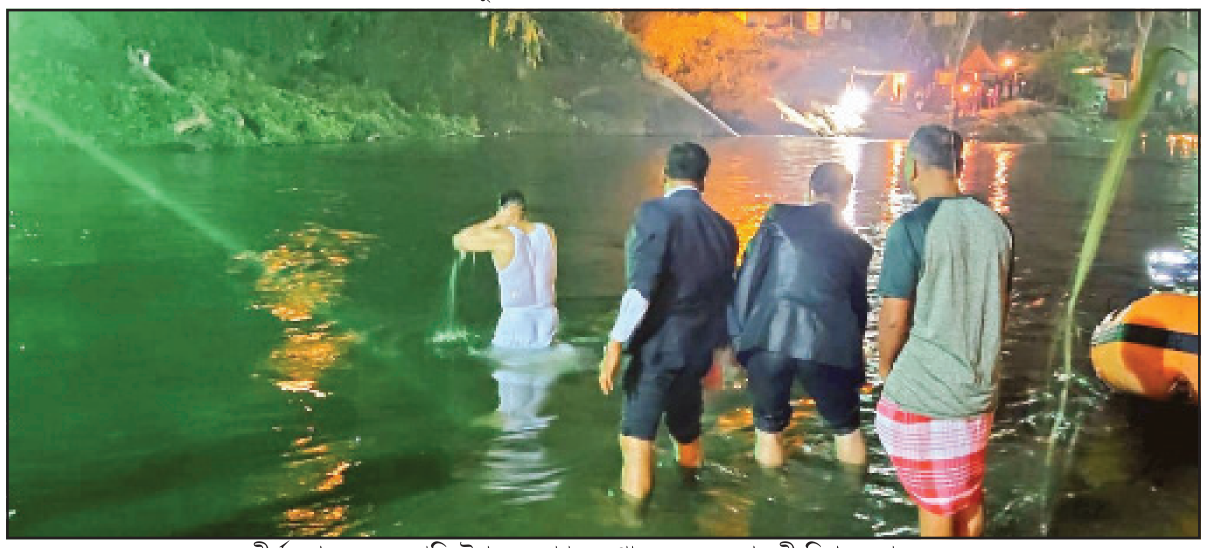

তীর্থমুখে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পূণ্য অবগাহন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের কল্যাণে ও ক'ষির বিকাশে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি যোজনায় কৃষকদের যেমন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে তেমনি কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আগামী দু'বছরে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, তীর্থমুখের পৌষসংক্রান্তি মেলা রাজ্যের মানুষের সম্পীতির এক উজ্জল নিদর্শন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক সিন্ধ চন্দ্র জমাতিয়া, জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৯৭ ▫ ১৪ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ২৯ পৌষ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা

সমাজমাধ্যম আশীর্বাদ, না অভিশাপ? প্রযুক্তির হাত ধরিয়া সমাজমাধ্যমে বাড়িতেছে যৌন হেনস্থা ও অপরাধ। মতে না মিলিলে বা বিরুদ্ধস্বর মনে হইলে অপমান, কটূক্তি এমনকি ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি ছিলই। নিজের কাছে থাকা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়াইয়া প্রতিশোধ লইতেছে প্রাক্তন প্রেমিক। সাইবার অপরাধের ভাষায় ইহা 'রিভেঞ্জ পর্ন'। ফেসবুক সংস্থার নিকট প্রতি মাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ এহেন দুষ্কৃতির অভিযোগ জমা পড়ে, তথ্য বলিতেছে। যাঁহারা ইহার শিকার হন, তাঁহাদের মানসিক ও সামাজিক পরিণতি অনুমান করিতেও আতঙ্ক হইতে পারে। কুপ্রস্তাব বা অর্থ দাবি হেতু সম্মানহানি; কর্মক্ষেত্রে অপযশ, বিচ্ছেদ মানসিক অশান্তির অন্ত থাকে না। চরম অবসাদ আত্মহননের দিকে লইয়া গিয়াছে, তেমন ঘটনাও বিরল নহে।কেহ বলিতে পারেন, অপরাধ যখন, অপরাধীকে ধরিয়া কঠোর শাস্তি দিলেই হয়! কিন্তু অভিযুক্তকে কাঠগড়ায় তুলিয়া দণ্ডবিধানেই সমস্যার পূর্ণ নিষ্পত্তি সম্ভব নহে। কারণ, সমাজমাধ্যম তথা আন্তর্জালে একবার আসিয়া পড়িলে ছবি বা ভিডিয়ো অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়। যাহার থাকা উচিত ছিল ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারবৃত্তে, আন্তর্জালে আসিয়া পড়িলে তাহাই বহু মানুষের শরীরী উত্তেজনার ইন্ধন হইয়া উঠে। সমাজমাধ্যমের চরিত্রই এমন, উত্তেজক ছবি ও ভিডিয়ো মুহূর্তে ছড়াইয়া পড়ে, গণহারে ডাউনলোড ও বিতরিত হইয়া সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে লইয়া যায়। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির নিকট অভিযোগ করিয়াও কাজ হয় না। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলি প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ প্রযুক্তি সংস্থা, সমাজমাধ্যমে ঘটিয়া চলা অপরাধগুলির নজরদারিতে ও আইনি পদক্ষেপে তাহাদের নিজস্ব 'এজেন্সি' বা 'পোর্টাল' রহিয়াছে। অভিযুক্তের হদিশ পাইতে পুলিশ অনেক সময় তাহাদের সাহায্য চায় বা আপত্তিকর ছবি-ভিডিয়ো মুছিয়া দিতে বলে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, উপযুক্ত সহযোগিতা মেলে না, অভিযোগ ঠান্ডা ঘরে পড়িয়া থাকে। সাইবার-আইনবেত্তাদের মতে, অধিকাংশ সমাজমাধ্যম সংস্থারই আইনি সহযোগিতা কাঠামোটি যথেষ্ট পোক্ত নহে। সমাজমাধ্যমে গ্রাহক ও প্রেরকের বার্তা বিনিময়ের প্রক্রিয়া 'এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন' হইলে তদন্তকারী সংস্থার পক্ষে সেই বার্তা হাতে পাওয়া মুশকিল হইয়া পড়ে।

তাহা হইলে কী করণীয়? আগাইয়া আসিতে হইবে রাষ্ট্রকেই। সাইবার-অপরাধের বিচারে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লঘু-গুরু যাবতীয় অপরাধের প্রতিকারে এইগুলিই ভরসা। কিন্তু সমাজমাধ্যমে অন্তরঙ্গ ছবি-ভিডিয়ো ছড়াইয়া দিবার ন্যায় কুকর্মকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়া, গুরুতর যৌন অপরাধ বিবেচনা করা আশু প্রয়োজন। অপরাধের গুরুত্বকে মান্যতা দিলে অপরাধীর বিচারও কঠোর হইবে। সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলিকেও তাহাদের দায়বদ্ধতার কথা বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। সমাজমাধ্যম-ব্যবহারকারীর সংখ্যায় ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দেশ, সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলির কাছে যথাযথ ও সুষ্ঠু আইনি সহায়তা এই দেশের প্রাপ্য। গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষায় বিভিন্ন দেশ কড়া আইন করিয়াছে, সমাজমাধ্যম সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনে বিপুল জরিমানা করিয়াছে, পদস্থ কর্তাকে জেলে পাঠাইতেও ছাড়ে নাই। ভারতও এই পন্থা বিবেচনা করুক। সমাাাজ মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়াার বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া যাইবে।

সাড়ে নয় হাজার করোনা ভ্যাকসিন এল ঝাড়্গামে

ঝাড়্গাম, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : সাড়ে নয় হাজার করোনা ভ্যাকসিন এল ঝাড়্গামে। বুধবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ঝাড়গ্রাম স্বাস্থ দফতরে আসে করোনা ভ্যাকসিন। উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা সহ স্বাস্থ দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকেরা। ষ

১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ। এই ভ্যাকসিন আসার আগেই জেলা স্বাস্থ্য দফতর সব রকমের প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে ভ্যাকসিন মজুত রাখা সহ সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর।জানা গিয়েছে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়ার শুরু থেকে তিনদিনের মধ্যেই দেওয়া সম্পন্ন হবে বলে মনে করছে স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যে ঝাড়গ্রাম জেলায় করোনা পরিস্থিতি যথেষ্ট ভালো রয়েছে। বর্তমানে ঝাড়গ্রাম কোভিড হাসপাতলে কোনও করোনা আক্রান্ত রোগী ভর্তি নেই। এবং করোনা ইউনিটেও কোন রোগী ভর্তি নেই বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে ঝাড়গ্রামে করোনা পরিস্থিতি যথেষ্টই ভালো।

উল্লেখ্য ১৬ জানুয়ারি দেশজুড়ে শুরু হবে করোনা ভ্যাকসিন দেওয়া। তার আগেই সব রকমের প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে ঝাড়্গাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর। ইতিমধ্যে ড্রাইরান হয়ে গিয়েছে ঝাড়্গাম জেলার তিন জায়গায়। এমনকি যারা ভ্যাকসিন দেবেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ভ্যাকসিন রাখার জন্য ১৪ টি ওয়াকিংকুলার পরিকাঠামো রাখা হয়েছে। ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, নয়াগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, গোপীবল্লভপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও গ্রামীণ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলে মোট ১৪ টি ওয়াকিং কুলারের জণ্য পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী ১৬ জানুয়ারি ভ্যাকসিন দেওয়া হবে।

প্রথমে প্রায় সাড়ে নয় হাজারের কাছাকাছি স্বাস্থ্য কর্মী যারা সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। এরপরেই সামনের সারিতে যারা করোনা সাথে লাড়াই করছেন তাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। তার জন্য পুলিশ ও বিভিন্ন দফতর গুলো থেকে ডাটা সংগ্রহ চলছে।ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ১৬ জানুয়ারিখ মোট পাঁচটি কেন্দ্র থেকে দেওয়া হবে এই ভ্যাকসিন। ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চারটি এবং একটি গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে। তবে বর্তমানে কেও হাসপাতালে ভর্তি নেই বলে জানা গিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে। এবিষয়ে ঝাড়্গাম জেলা স্বাস্থ্য দফতরের মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন, 'এদিন সাড়ে নয় হাজার করোনা ভ্যাকসিন এসে পৌছেছে। ১৬ জানুয়ারি থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। তার আগে ঝাড়্গাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর সব রকম প্রস্তুতি সেরে রেখেছে। আমরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরুর তিন দিনের মধ্যেই স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যারা যুক্ত তাদের ভ্যাকসিন দেওয়া সম্পন্ন করতে পারব বলেই মনে করা হচ্ছে।'

বক্সিরহাটে বাইক ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

বক্সিরহাট, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার জোড়াইমোড়ের জাতীয় সড়কে বাইক ও মোটরচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার।

পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত দুই বাইক আরোহীর নাম প্রভাত বর্মন (৩৫) ও হরিপদ দাস(৩৫)। দুজনের বাড়ি বক্সিরহাট থানার নাকারখানায়। দুজনকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

২০২১ সাল এবং বিশ্ব রাজনীতি

প্রবীর মজুমদার

অনেক যন্ত্রণা দিয়ে শেষ হল ২০২০। এসে গেল ২০২১। করোনা ভাইরাসের নতুন ধরন নিয়ে উদ্বিগ্ন সারা পৃথিবী। প্রশ্ন জাগছে---কেমন হবে ২০২১ সালের বিশ্ব রাজনীতি? নতুন বছরেও পৃথিবী জুড়ে উৎকণ্ঠ থাকবে করোনার ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিয়ে। এবং করোনাই হবে সবচেয়ে সমালোচিত বিষয়।

করোনার ভ্যাকসিন প্রাপ্তি মুখ্য বিষয় হলেও অন্য বিষয়ও থাকবে বিশ্ব রাজনীতির চর্চাতে। যেগুলোর হাত ধরে উত্তজনার উত্তপ পোহাবে সারা বিশ্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাঁর দেশকে পুরনো অবস্থানে ফিরিয়ে আনা যেমন বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে তেমনি উল্লেখযোগ্য বিষয় হবে কোভিড-১৯ জনিত কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণ পরিশোধের ব্যর্থতা, ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি, মার্কিন- চিন সম্পর্ক, বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট, তুরস্কের নেতৃত্বে 'অটোমান সাম্রজ্যের' আধুনিক সংস্করণ এবং ইসলামি মৌলবাদের ভরকেন্দ্রে বদল প্রমুখ।

২০২০ সালে সারা বিশ্ব কাটিয়েছে কোভিড-১৯ নামের অতিমারির মধ্য দিয়ে। ২০১৯-এর ডিসেম্বরে চিনের উহানে উৎপত্তি হলেও পুরো ২০২০ সালে বিশ্বজুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে এই অতিমারি। এর রেস ২০২১ সালেও থেকে যাবে। হয়ত ২০২১ সালেই এর ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ভ্যাকসিন প্রাপ্তি এক নতুন সংকটের জন্ম দেবে। বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ধারনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ভ্যাকসিনটি বাজারে আসার আগেই প্রি-অর্ডারের মাধ্যমে এর কোটি কোটি ডোজের প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন এবং জন্ম নিয়েছেন ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদের। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্য কোনও দেশ ভ্যাকসিন পাক বা না পাক, নিজের দেশের ভ্যাকসিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। ২০২১ সালে ভ্যাকসিনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে জন্ম হবে এক ধরনের বৈষম্যের। গত শতাব্দীতে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে আর্থিক প্রশ্নে এক ধরনের বৈষম্যের জন্ম হয়েছিল। ধনী দেশগুলো আরও ধনী হয়েছে আর গরিব দেশগুলো আরও গরিব। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শুরুতে বিশ্ব প্রত্যক্ষ করতে চলেছে এক নতুন বৈষম্যের যার কেন্দ্রে আছে করোনার ভ্যাকসিন। অনেক গরিব দেশের পক্ষেই কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন কেনা সম্ভব হয়ে উঠবে না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ধনী দেশগুলো কীভাবে ভ্যাকসিন বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ২৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডোজ যা বিশ্বের ভ্যাকসিন চাহিদার প্রায় ২২ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০১ কোটি ডোজ যা চাহিদার প্রায় ১৪ শতাংশ, ভারতের জদন্য ১৫০ কোটি ডোজ যা চাহিদার প্রায় ২১ শতাংশ, ব্রিটেনের ৩৫ কোটি ৭০ লাখ ডোজ যা চাহিদার ৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার ৩৪ কোটি ডোজ যা প্রায় ৫ শতাংশ। অর্থাৎ বাকি গরিব এবং ছোটো দেশগুলো ভ্যাকসিন পাওয়ার ব্যাপারে অনেকটাই পিছিয়ে থাকবে।

২০২১ সালে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি থাকবে জো বাইডেনের দিকে। ট্রাম্পের স্বৈরাচারী মনোভাব, তাঁর বিচ্ছিন্নতাবাদ, আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যেমন হু কে অস্বীকার করা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একঘরে করে ফেলেছিল। সেখান থেকে জো বাইডেন তাঁর দেশকে কীভাবে বার করে আনবেন, সেটা দেখার। চিনের সঙ্গে কোন পর্যায়ে এবং কতটুকু সম্পর্ক উন্নত হবে, সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন। চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে যে বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে—তার পরিণতিই বা কী? কোভিড-১৯ এর মোকাবিলা এবং বিশ্বে স্থিতিশীলতার জন্য চিন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যে সমঝোতা ভেস্তে গিয়েছিল। সারা বিশ্ব বাইডেনের দিকে তাকিয়ে থাকবে নতুন করে সমঝোতা এবং ঐক্য গড়ে ওঠার আশা নিয়ে। পেন্টাগন কী চাইবে চিন বিরোধী অবস্থান, থেকে বেড়িয়ে এসে একটি 'প্রাচীন' নীতি গ্রহণ করতে? জো বাইডেন প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে থাকবে সারা বিশ্ব। তবে ট্রাম্পের আমলে মধ্যপ্রাচ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ইসরাইলের সঙ্গে বাহরিন, আরব আমিরশাহী, সুদান, নরক্কোর মত আরব দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সৌদি আরবের সঙ্গে ও পরোক্ষে সম্পর্ক স্থাপন করেছে ইসরাইল। কিছুটা হলেও ধামা চাপা পড়ে গেছে প্যালেস্তাইন সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'প্রো-ইসরাইলী' অবস্থান থেকে জো বাইডেন কতটা বের হতে পারবেন না আদৌ পারবেন কিনা। সেটাও দেখার। ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্পর্ক ছিল বহুল আলোচিত। কিম জং উনের সঙ্গে ট্রাম্পের তিনবার বৈঠক হলেও প্রত্যাশিত পারমাণবিক নিরস্ত্রীকারণ আলোচনা হয়নি। জো বাইডেনের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হবে উত্তর কোরিয়াকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করা। বাইডেনের আরও করণীয় হল দেশকে আবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র সঙ্গে যুক্ত করা, প্যারিস জলবায়ু আলোচনায় আবার সামিল হওয়া, বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থায় স্থিতিশীলতা আনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের মধ্যে দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধ সারা পৃথিবীতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে। কোভিড-১৯ পরবর্তী পৃথিবী বড় ধরনের খাদ্য সংকটে পড়তে চলেছে। ইয়েমেন, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ সুদান, ইথিওপিয়া দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত মূল খাদ্য ঘাঁটতি এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি পাঁচটি পরিবারের একটি এই ধরনের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তুরস্ক্রে 'নব অটোকান সাম্রাজ্যের' তথাকথিত উত্থান জো বাইডেন প্রশাসনের জন্য আরেক চিন্তার কারণ হবে। ন্যাটোতে থেকেও তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ মিসাইল কিনছে। তুরস্ক সোমালিয়া, কাতার, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া এবং বলকান উপদ্বীপে সেনা মোতায়েন করেছে। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক আধিপত্যবাদের প্রতি এক চ্যালেঞ্জ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ চিন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দুই মহাশক্তির দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে। ইইতমধ্যেই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই ব্রুনেই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স এবং ভিয়েতনাম সংলগ্ন দক্ষিণ চিন সাগর চৈনিক আধিপত্যবাদের মৃগয়াভূমি হয়ে উঠেছে। আশিয়ান দেশগুলোর এক সম্মেলনে তো চিনা বিদেশমন্ত্রী বলেই ফেলেছিলেন যে চিন বড় দেশ এবং আশিয়ান দেশগুলো আকারে ও শক্তিতে তার ধারে কাছে আসে না—এটাই বাস্তব।

এদিকে বিগত বছরগুলোতে আফ্রিকার গরিব দেশগুলোর চিনের উপ্র নির্ভরতা অনেকটাই বেড়েছে। প্রতি তিন বছর অন্তর চিন এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের নেতারা চিন-আফ্রকিা কো-অপারেশন নামে এক ফোরামে মিলিত হল। ট্রাম্পের শাসনকালে আফ্রিকার দেশগুলো চিনের ছত্রছায়ায় মার্কিন সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

করোনাকালে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ চিনের কাছ থেকে ব্যাপক স্বস্ত্য পরিষেবার সাহায্য পেয়েছে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবদান নেতাতই শূন্য। এই সুযোগে ইরান, ইরাক, তুরস্কা, মিশর সহ মধ্যপ্রাচ্য এবং উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশকে নিজের দিকে টানতে পেরেছে চিন।

বিশ্ব রাজনীতির এক কঠিন সময়ে জো বাইডেন আগামী ২০ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬ তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন। আগামী চার বছরে তাঁর জন্য সুখের হবে, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই।

পাশাপাশি এসে যায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের হাল আমলের ভূমিকা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা করতে পার না---এই অভিযোগ তো হামেশাই শোনা যায়। নয়া বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভূমিকাকে হতে হবে অনেক বড় এবং ব্যাপক। বৃহৎ শক্তির প্রভাব বলয়ের বাইরে যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ না দাঁড়াতে পারে, তাহলে এই শতাব্দীতে রাষ্ট্রসঙ্গের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়বে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

প্রণব দা ও বিল গেটস অনেককেই চুপ করিয়ে দিয়েছেন : আর কে সিনহা

দেশের পিছিয়ে পড়া বিরোধীদের সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ধাক্কা খেয়েছে। এই ধাক্কা অবশ্য সমগ্র বিশ্বের কাছে অপ্রত্যাশিত। এই কারণে বিরোধীরা একেবারে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো চিন্তিত। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের কিছু অংশ এবং মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের দ্বারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত, বিরোধীদের চিন্তিত করে তুলেছে। 'দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইয়ারস ২০১২-২০১৭' শীর্ষক বইটিতে প্রণব দা নরেন্দ্র মোদী এবং ডাঃ মনমোহন সিংয়ের মধ্যে তুলনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, মনমোহন সিং মূলত একজন অর্থশাস্ত্রী ছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র মোদী একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক। প্রণব দা বইতে লিখেছেন, ''মোদীজি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি নিজের এমন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে সাধারণ মানুষের মন জয় করে ফেলেছিলেন। পরিশ্রম ও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পদ অর্জন করেছিলেন তিনি। কিন্তু, উপহার স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী পদ অর্জন করেছিলেন মনমোহন সিং।''

বিরোধীরা রীতিমতো চাপে

প্রণব দা গোটা রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেছিল। এমন একজন ব্যক্তিত্ব যদি মোদীজি সম্পর্কে ইতিবাচক লেখেন, তাহলে বিরোধীরা তো চাপে থাকবেই। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক না হওয়ার কারণে সোনিয়া গান্ধী যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে যে কোনও সময় আদালতে চ্যালেঞ্জ জানানো হতে পারত। সোনিয়া গান্ধীই মনমোহনকে প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত করেছিলেন। বর্তমানে যিনি মোদী সরকারকে যেনতেন কারণে কটাক্ষ করেন। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে প্রণব দা লিখেছিলেন, ''নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারকে বিকল্প হিসেবে বেছে নিয়েছেন দেশের জনগণ। দেশবাসী মনে করেছেন, মোদীজি সরকার তাঁদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে।

শুধুমাত্র প্রণব দা নন, বিরোধীদের আরও হতবাক করেছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। বিল গেটস বলেছেন, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত গবেষণা এবং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ দেশের তুলনায় অনন্য। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতকে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন বিল গেটস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ বার্ষিক বৈঠক ২০২০-তে এই মন্তব্য করেছিলেন বিল গেটস। বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাতা শুধুমাত্র এই কারণে, বিলকে সম্মান করা হয় না, বিল গেটস বিশ্বের কল্যাণের জন্য নিরন্তর চিন্তাভাবনা করেন, তাই তাঁকে সম্মান করা হয়। বিশ্বকে রোগ-মুক্ত এবং নিরক্ষতার অন্ধকার থেকে বের করে আনার জন্য সর্বদা কাজ করে চলেছেন বিল গেটস। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে কোনও মন্তব্য করেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে তার গুরুত্ব রয়েছে।

বিল গেটসের মতো ব্যক্তিত্ব কখনও কখনওই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিল গেটস এখন নিজের কোম্পানি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। শেষ জীবনে স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও শিক্ষার মতো সামাজিক ও পরোপকারী কাজ করতে চান তিনি। একটু বলুন তো, কতজন উদ্যোগপতি, রাজা-মহারাজা বিল গেটসের মতো ভাবেন? বিশ্বের কোন দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী বিল গেটসের সঙ্গে দেখা করতে চান না? তিনি এখন একজন বিশ্ব নাগরিক। বিল গেটসের মতো কোনও মহামানব যদি বৈশ্বিক মহামারীর মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেন, তাহলে সমগ্র দেশবাসীর গর্ব হওয়া উচিত। কিন্তু, দুঃখের বিষয় হল, বিরোধীরা একবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রসংশা করেনি। উল্টে দেশে তৈরী করোনা-টিকা নিয়ে নানা ধরনের উল্টো-পাল্টা কথা বলছে।

ফের প্রণব দা সম্পর্কে বলা যাক। রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রণব দা''র সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ছিল। প্রণব দা একজন বিজি রাজনৈতিক নেতা। সর্বদা স্পষ্টবাদী ছিলেন তিনি। বিনা কারণে যাঁরা মোদী সরকারকে আক্রমণ করে প্রণব দা ও বিল গেটসের জন্য তাঁরা সবথেকে বেশি দুঃখিত। গণতন্ত্রে, বিতর্ক এবং আলোচনা নিরন্তর চলতে থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু, বর্তমানে বিরোধীদের একমাত্র কাজ হল সরকারকে আক্রমণ করা। ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছ থেকে তাঁরা কিছু শেখেনি। দেশের বড় নেতাদের মধ্যে অন্যতম রাহুল গান্ধী রাফাল চুক্তি নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছিলেন। মোদীজিকে মাত্র ১৫ মিনিটের জন্য বিতর্কে অংশ নেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সে। বিনা কারণে শুধু রাফাল-রাফাল করতেন। যদিও তাঁর সমস্ত অভিযোগ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। ভারত যখন পাকিস্তানে ঢুকে হামলা চালিয়েছিল, তখন এই বিরোধীরাই প্রশ্ন তুলেছিল। যাইহোক, বর্তমানে শুধুমাত্র ভারতে নয়, গোটা বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে তুলনা করার মতো কোনও নেতা নেই। তাঁর সামনে সময় ফিকে। বিশ্বজুড়ে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। মোদীজির যাঁরা নিন্দা করে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত।(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

বর্ণ—পরিচয়ের নব সংস্কারণ

বোরিয়া মজুদার

আমরা কি আদৌ একুশ শতকে বাস করছি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশ যে নিজেদের উন্নত বিশ্ব রূপে পরিচয় দেয়, তা কি সত্যিই যাথার্থ? ক্যাপিটল হিলে ক্ষমতাসীন জনতার দৌরাত্ম এবং সিডনিতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষের ঘটনা এই বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করেছে। যদিও ডোনাল্ডা ট্রাম্পকে বিশ্বজুড়ে মানুষজন ধিক্কার জানিয়েছেন, তবুও এটাও সত্যি যে এখনও তাঁর সমর্থকরা বহাল। এবং যা ঘটেছে তা নিয়ে এখন পর্যন্ত ট্রাম্প নিবিকারচিত্ত—যেন কিছুই হয়নি। অন্যদদিকে, সিডনি টেস্টে একদল মাতাল দর্শক মহম্মদ সিরাজকে 'মাস্কি', 'মাদর এফ' এবং 'ওয়াঙ্কার' বলে কটুইক্ত করেছে, যা অকল্পনীয়, কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ওই কটুভাষীদের বিরুদ্ধে, এই রুচিহীনতার বিরুদ্ধে ন্যূনতম কোনও পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। মার্কিনি মামলাটি যদিও বা রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সময় এসেছে ক্রিকেটের বর্ণবৈষম্য নিয়ে কয়েকটা কথা বলার। প্রথমত, বর্ণ বৈষম্য আজও আমাদের খেলাধুলোয় জলাজ্যান্ত একটা ব্যাপার। যতবার ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়েছে, কোনও না কোনও খেলোয়াড় মেলবোর্ন কিংবা সিডনিতে জাতি বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের কানে ওয়াঙ্কা শব্দটা আসবে, এটা একটা সময় প্রায় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২০২০ সালে বৈষম্যের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে ক্রিকেট বিশ্ব 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনকে জোরালো সমর্থন জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয়, ২০২১ -এর শুরুতেই এসসিজি তে একজন ভারতীয়কে জাতিগত বিদ্বেষের শিকার হতে হল। ইংল্যান্ডে মাইকেল হোল্ডিং একবার এই প্রবৃত্তিকে দারুণভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলেছিলেন, এই সমস্ত প্রবৃত্তি, হিংসার মধ্যে সুবিধাবাদ বা প্রিভিলেজ-এর একটা অন্তনিহিত ধারণা রয়েছে। নয়তো কেন এই সময়েও দাঁড়িয়েও বলতে হচ্ছে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার হোয়াইট লাইভস ম্যাটার তো বলতে হচ্ছে না। সাদা চামড়া ছাড়া অন্য রঙের মানুষদের কেন লক্ষ্যবস্তু করে তোলা হচ্ছে? বাদামি বা কালো চামড়ার অ্যাথিলিটরা সবসময় বর্ণবৈষণের শিকার হল?

২০০৮ সালে মিঙ্কিগেট চলাকালীন কী ঘটেছিল, তা আমরা নিশ্চই ভুলিনি। সে সময় অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসকে মাঙ্কি বালায় অভিযুক্ত হরভজন সিংয়ের কীরকম বিচার হয়েছিল? তাঁকে শুধুমাত্র বরখাস্তই করা হয়নি, অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রচারকরা তাঁকে অপরাধী পর্যন্ত সাব্যস্ত করেছিলেন। হরভজন নিজেই বলেছিলেন, সবসময় একটা ক্যামেরা আমার দিকে তাক করে রাখা ছিল। কক্ষনও তা অন্যদিকে ঘুরত না। আমার সঙ্গে আচরণ করা হচ্ছিল এমনভাবে, যেন কারাগারের আসামি।

এমনকী যখন হরভজনের বিরুদ্ধে অভিযোগটি বাতিল হল তাতেও কি বিষয়টির নিষ্পত্তি ঘটল? গোটা অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জুড়ে তাঁকে বিভিন্ন বর্ণবাদী শ্লেষে জেরবারহতে হয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হল, ১২ বছর পেরিয়ে এসেও যদি মহম্মদ সিরাজকে সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে সমাজ হিসাবে আমাদের আদৌ কোনও উত্তরণ ঘটেছে কি? কেন একজন খেলোয়াড় বা একটা দল এমন লোকদের সামনে খেলতে চাইবে, যাদের সভ্য সমাজে স্থান প্যায়ার ন্যূনতম যোগ্যতা নেই। দুরন্ত পারফরম্যান্সের এই খেলোয়াড়রা যাঁরা আমাদের দুর্দান্ত আন্দ দিচ্ছেন, আমরা কীভাবে তাঁদের অধিকার রক্ষা করতে পারি এবং কীভাবেই বা সুনিশ্চিত করতে পারি যাতে তাঁদের মর্যাদা লজ্জিত না হয়।

এখন আমরা জানি যে, ভারতীয় দলম্যাচ রেফারি ডেভিড বুনের কাছে একটি অফিশিয়াল অভিযোগ দায়ের করেছে। এটাও জানি যে অধিনায়ক অজঙ্ক রাহানে খেলা চলাকালীন মাঠে উপস্থিত আম্পায়ারদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং আইসিসিকেও ব্যাপারটি জানোনো হয়েছে। মূল প্রশ্নগুলি এইরকম বিষয়টির কি আদৌ কোনও নিষ্পত্তি ঘটবে, না কি পরবর্তী ম্যাচের ঠিকানো ব্রিসবেনে পাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বিলীন হয়ে যাবে? বাস্তবে আদৌ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি? কেন ওই দর্শকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হল না? কেন আইনানুসারে রাখা হল না হেফাজতে?

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গান বাবার গান শুনতে ভিড় জমাচ্ছেন খোদ নাগা সন্ন্যাসীরাই

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বিগত সতেরো বছর ধরে গঙ্গাসাগর মেলায় আসছেন গানবাবা অঞ্জনানন্দ গিরি। কিন্তু অন্যান্য বছর সেভাবে গানবাজনা করার সুযোগ পাননা ভক্তদের ভিড়ে। সারাদিনের মধ্যে যখন একটু ভিড় কমত তখনই সঙ্গী সাধুদের নিয়ে একটু আধটু গানবাজনার সুযোগ হতো। কিন্তু এবার করোনা পরিস্থিতিতে সেভাবে ভক্ত সমাগম হয়নি মেলায়, ফলে সারাদিন হাতে প্রচুর সময়। আর এই সময়ে সঙ্গী সাধু সন্তদের নিয়ে গান বাজনায় মেতেছেন গানবাবা।

প্রায় বাইশ বছর আগে সংসার ছেড়েছেন। নদিয়া জেলার শান্তিপুরের বাসিন্দা তিনি। ছোট বেলাতেই বাবা মা মারা যান, চার ভাইয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন ছোট। কিন্তু বাবা মা মারা যাওয়ার পর আর বাড়িতে থাকতে মন চায় নি। সেই সময়ই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়েন। এদিক ওদিক ঘুরে তিনি গিয়ে পড়েন ব্রহ্মলিন দিগম্বর সদানন্দ গিরি মহারাজের কাছে। তাঁর কাছে থেকেই শুরু হয় ব্রহ্মচর্য। দশবছর সেই পর্ব কাটিয়ে এখন তিনি নাগাবাবা। বর্তমানে থাকেন কাশি বিশ্বনাথ মন্দিরে। আর সেখান থেকেই বিগত সতেরো বছরের মধ্যে একবছরও বন্ধ হয়নি এই মেলায় আসা। কিন্তু এবারের মতো মেলার রূপ আগে কখনও দেখেননি বলেই দাবি করলেন গানবাবা। কুম্ভমেলা থাকলেও গঙ্গাসাগর মেলায় প্রচুর মানুষের ভিড় হয় প্রতিটি মকরসংক্রান্তি তিথিতেই। কিন্তু এবার সেভাবে মানুষজন আসেননি মেলায়, ভক্তদের ও দেখা নেই। তাই হাতে প্রচুর সময়। মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানের আগে তাই নানাধরনের জীবনমুখী গানে মেতেছেন নাগাবাবা অঞ্জনানদ। হিন্দি, বাংলা, মারাঠি, গুজরাঠি সহ আরও বেশ কিছু ভাষায় অনর্গল গেয়ে চলেছেন গান। আর সেই গান শুনতে শুধু নাগা সন্ন্যাসীরাই নয়, ভিড় জমাচ্ছেন গঙ্গাসাগর মেলায় আগত পুলিশকর্মী, সেচ্ছাসেবকরাও।

অঞ্জনানদ বলেন, " ছোট বেলা থেকেই গান ভালবাসি। বাড়ি ছাড়ার পর বিভিন্ন সন্ন্যাসিদের আখড়ায় ঘুরে ঘুরে গান করতাম। তবে গঙ্গাসাগর মেলায় শেষ কবে এভাবে গান করার সুযোগ পেয়েছি জানি না। এবার ভক্তরা কম এসেছেন দেখে একটু মন খারাপ হলেও গান বাজনা করে বেশ ভালই কাটল।" এবার গঙ্গাসাগর মেলায় এই নাগাবাবার অন্যতম সঙ্গী হয়েছেন স্থানাপতি মহন্ত নিত্যানন্দ গিরি মহারাজ। তিনিও বলেন, "অঞ্জনানন্দর গান শুনতে প্রতিদিন নাগা বাবারা ভিড় জমাচ্ছেন। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নাগা সাধুরা এই মেলায় মিলিত হন প্রতিবছর। প্রচুর পুন্যার্থী থাকায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নাগা বাবাদের নিজেদের মধ্যেই সেভাবে দেখা হওয়ার সুযোগ থাকে না। তবে এবার অঞ্জনানন্দর গান এই মেলার মাঠে সকলকে এক জায়গায় এনে দিয়েছে। ভক্তদের কম আগমন যেটুকু কষ্ট দিয়েছিল, গানবাবার গান শুনে সেই কষ্ট আমাদের লাঘব হয়ে গেল।"

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭২৩

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি(হি. স.) : একদিকে করোনা অন্যদিকে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনার নতুন স্ট্রেন। তবে, আতঙ্কের মাঝে ফের স্বস্তির খবর। বুধবার কিছুটা কমলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ৭২৩। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭২৩ জন। যার জেরে বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়াল ০৫,৬২,৭৯৫। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়ালো ৯,৯৯৩। একদিনে করোনা মুক্ত হয়েছেন ৭৯৪। ফলে বর্তমানে সুস্থ হয়ে মোট বাড়ি ফিরেছেন ০৫,৪৫,৪৯৯ জন। এখনও পর্যন্ত একটিভ কেসের সংখ্যা ৭,৩০৩। রাজ্য সুস্থতার হার বেড়ে ৯৬.৯৩ু। রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৩০,১০৭ টি। এখনও পর্যন্ত মোট করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৭৫,২৭,৯৪৪ টি।

বুধবার আগরতলায় রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাগবাজার বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনায় একাধিক অভিযোগ তুলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : দু- ঘন্টা অতিক্রান্ত কিন্তু এখনও নিভল না বাগবাজার ব্রিজ লাগোয়া বস্তির আগুন। একের পর এক সিলিন্ডার ফেটে নতুন করে লেগে যাচ্ছে আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে দমকলের ২৫ টি ইঞ্জিন। কিন্তু এরই মাঝে একাধিক অভিযোগ তুলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল ক্ষিপ্ত জনতা।

একইদিনে জোড়া অগ্নিকাণ্ডে উত্তাল শহরতলী। বুধবার দুপুরেই মানিকতলার একটি ব্যাটারি কারখানায় লেগেছিল বিধ্বংসী আগুন। আর সন্ধ্যা গড়াতেই আগুনের গ্রাসে বাগবাজার ব্রিজ লাগোয়া উইমেন্স কলেজ কলকাতার পাশের বস্তি। একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠছে এলাকা। ইতিমধ্যেই ন'টা থেকে দশটা সিলিন্ডার ব্লাস্ট করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। মুহুর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পরেছে আগুন। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে বস্তি লাগোয়া মায়ের বাড়িতেও। মায়ের বাড়ির উদ্বোধনী কার্যালয়ের একাংশ আগুনের গ্রাসে। মায়ের বাড়ির অফিস রুমের একাংশ পুড়ে ছাই। পুড়ে গিয়েছে একাধিক নথি আসবাবপত্র। আগুন নেভানোর চেষ্টায় মহারাজ রাও। এখনও দাউদাউ করে জ্বলছে বাগবাজার বস্তি। এমনকি এক বহুতলে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। পুড়ে ছাই সমস্ত বস্তি। দু ঘন্টার উপরে হয়ে গেল এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন। চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে প্রথমে আসে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। এরপর আসে দমকলের ২০ টি ইঞ্জিন। হাওয়া দেওয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। বাগবাজার মায়ের ঘাট থেকে জল এনেও আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আগুন নেভাতে হিমশিম খাচ্ছে দমকল কর্মীরা। ঘিঞ্জি হওয়ায় আশেপাশের এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়েছে উইমেন্স কলেজের বহু জানলা। বস্তিবাসীদের দ্রুত সম্ভব সরিয়ে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কি কারণে আগুন এখনও পর্যন্ত তা জানা যায়নি। আগুন লাগার জেরে উত্তরমুখী যান চলাচল ব্যাহত ।গিরিশ পার্ক সেন্ট্রালে যান চলাচল ব্যাহত ।গাড়ি গুলিকে পাইকপাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বস্তিতে আগুন লাগায় ঘরহীন বহু মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ দমকল দেরি করে এসেছে। যার জেরে উত্তেজিত ভেঙে দেয় পুলিশের গাড়ি। ইতিমধ্যেই র‍্যাফ নামানো হয়েছে এলাকায়। কেনও দেরি করে এসেছে দমকল এই দাবি তুলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয়রা। লোকে-লোকারণ্য বাগবাজার। আগুন নেভাতে গিয়ে আহত দমকলের এক কর্মী।

রাত পোহাতেই মকর স্নান, কোয়ারেন্টাইন সেন্ট্রার করে করোনা রোধে সতর্ক জেলা প্রশাসন

সিউড়ি, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : রাত পোহাতেই মকর স্নান। কিন্তু পিছু ধাওযা করছে করোনা। তাই লক্ষাধিক জন সমাগম রুখতে তৎপর বাউল সাধকরাও।বিপুল ভিড়ে মানা যাবে না করোনা বিধি। তাই পৌষ সংক্রান্তির আগেই জয়দেব কেন্দুলীর আশ্রম ছেড়ে ভিন্ন জেলায় রওনা দিচ্ছেন সাধক সাধিকারা।মন ভালো নেই তবুও মানুষ বাঁচাতে নিজেদের আনন্দকে ত্যাগ করতে পিছু পা নন তারা। অন্যদিকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করে করোনা রোধে সবরকম প্রস্তুতি রাখছে জেলা প্রশাসন।

বীরভূমে বাউল ফকিরের দেশ জয়দেব কেন্দুলীর বাউল মেলা দিন দিন ক্রমশ কর্পোরেটের করাল গরসে আচ্ছন্ন।তাই ফি বছর লক্ষাধিক মানুষের জন সমাগম হয় এই মেলায়। বীরভূম জেলা প্রশাসন এবার মেলা করার অনুমতি দেয় নি।শুধুমাত্র পুন্যাথীদের স্নান ও রাধা মাধব মন্দির পুজোর অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবছর কয়েক লক্ষ মানুষ যে মেলায় আসেন তাদের দুবেলা বিনা মূল্যে মুখে খাবার তুলে দেবার জন্য চার শতাধিক অস্থায়ী আখড়া তৈরি হয়। এছাড়াও রয়েছে ৫২ বেশি স্থানী আখড়া, মন্দির, ও দেব স্থান। কিন্তু এবার করোনা অতিমারীর কারনে প্রশাসন মাত্র ১০০ টি আখড়া অনুমতি দিয়েছে। তবুও মানুষের আবেগ বাঁধ মানবে না। তা ভালোই জানেন মনের মানুষ আখড়ার সাধক সাধন দাস বাউল।ও মা গোঁসাই(মাকি কাজুমী) কারন এই আখড়া মেলার সময় হয়ে ওঠে বাউল প্রেমী দের আশ্রয় স্থল। ওই বিশাল ভিড়ে রক্ষা করা যাবে না সামাজিক দূরত্ব বিধি। তাই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব ছেড়ে সাধন দাস চলেছেন বর্ধমানের আমরুল গ্রামের আখড়ায়। তাঁর কথায়, 'কেন্দুলী মেলায় মনের মানুষ আখড়া মানুষের পদধূলি তে ধন্য হয়ে ওঠে। আমরা বছর ভর অপেক্ষা করি এই কটা দিনের জন্য। কিন্তু করোনা অতিমারীর কারনে আখড়ায় সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা কঠিন হবে তাই আমরাই আখড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছি।যাতে মানুষ বাঁচে। '

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার করোনা অতিমারীর কারনে নিয়ন্ত্রিত মকর স্নানের জন্য ১৫ টি ওযাচ টাওয়ার, ২০ হাজার মাস্ক, তিন টি মেডিক্যাল ক্যামপ, ৫০০ শৌচাগার তৈরি করে প্রশাসন। এছাড়াও করোনা রোধে ২০ বেডের আইসোলেশন সেন্ট্রার, ও ২০ বেডের কোয়ারেন্টাইনে সেন্ট্রার প্রস্তুত করেছে। মানুষের মধ্যেই ভগবান। কিন্তু মন ভালো নেই আমাদের কারন যে মানুষ কে আমরা খুঁজি তাদের বাঁচতেই আশ্রম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছি।' জয়দেবের আর একটি বিখ্যাত আখড়া "তমাল তলা" সেখানেও বিশাষেদ সুর। সেখানেও হচ্ছে না কোন আস্তানা। বাউল সাধক লক্ষন দাস বাউলের কথায়, আমাদের মন ভালো নেই।

মানুষ আমাদের সব। কিন্তু তাকে ডাকতে পারছি না। নিজে বাঁচার জন্য অন্যকে বাঁচানোর তাগিদেই আমরা এবার কোন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করি নাই। তবুও নিবেদন করি এবার আমরা সবাই যেন ঘরে বসেই বাউল সাধনায় মেতে থাকি। '

প্রসাসনের পক্ষ থেকেও ঐতিহ্যবাহী কেন্দুলীর জযদেব মেলা এবার শুধু মকর স্নানেই সীমাবদ্ধ থাকছে। জয়দেব মেলা কমিটির সম্পাদক তথা বোলপুরে মহকুমা শাসক অভ্র অধিকারী বলেন,' একদিকে ঐতিহ্য অন্য দিকে কোভিড পরিস্থিতি কথা মাথায় রেখে একাধিক বিধিনিষেধের মাধ্যমে ঐতিহ্যের মকর স্নান ও পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।সচেতনতা প্রচারে বাউল কীর্তন সম্প্রদায় ও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

বাগবাজার বস্তির আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ল মায়ের বাড়িতেও

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি স): শীতের শহরে আগুনের গ্রাসে বাগবাজার। বুধবার সন্ধ্যায় আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করল বাগবাজার ব্রিজের কাছে বস্তি। বাগবাজার বস্তির আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পরেছে মায়ের বাড়ির একাংশে। দমকলের ২৫ ইঞ্জিনের সহায়তায় নেভানোর চেষ্টা হচ্ছে আগুন।

বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎই বাগবাজার ব্রিজ লাগোয়া উইমেন্স কলেজ কলকাতার পাশের বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন লাগে। একের পর এক সিলিন্ডার ব্লাস্ট করতে থাকে আগুন লাগার জেরে। সাত থেকে আট টা সিলিন্ডার ব্লাস্ট করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। মুহুর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে বস্তি লাগোয়া মায়ের বাড়িতেও। মায়ের বাড়ির উদ্বোধনী কার্যালয়ের একাংশ আগুনের গ্রাসে। মায়ের বাড়ির অফিস রুমের একাংশ পুড়ে ছাই। পুড়ে গিয়েছে একাধিক নথি আসবাবপত্র। আগুন নেভানোর চেষ্টায় মহারাজ রাও। এখনও দাউদাউ করে জ্বলছে বাগবাজার বস্তি। এমনকি এক বহুতলে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। পুড়ে ছাই সমস্ত বস্তি। দেড় ঘন্টার উপরে হয়ে গেল এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন। চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে প্রথমে আসে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। এরপর আসে দমকলের ২০ টি ইঞ্জিন। হাওয়া দেওয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। বাগবাজার মায়ের ঘাট থেকে জল এনেও আগুন নেভানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আগুন নেভাতে কালঘাম ছুটছে দমকল কর্মীদের। ঘিঞ্জি হওয়ায় আশেপাশের এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। বস্তিবাসীদের দ্রুত সম্ভব সরিয়ে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। কি কারণে আগুন এখনও পর্যন্ত তা জানা যায়নি। আগুন লাগার জেরে উত্তরমুখী যান চলাচল ব্যাহত ।গিরিশ পার্ক সেন্ট্রালে যান চলাচল ব্যাহত। গাড়ি গুলিকে পাইকপাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বস্তিতে আগুন লাগায় ঘর হীন বহু মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ দমকল দেরি করে এসেছে। যার জেরে উত্তেজিত ভেঙে দেয় পুলিশের গাড়ি। লোকে-লোকারণ্য বাগবাজার। চরম আতঙ্ক এলাকাজুড়ে। এলাকায় মোতায়েন বিরাট পুলিশ বাহিনী।

নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে একজন সঠিক রাজনীতিবিদের সেরা সব কূটনৈতিক গুণই আছে : শঙ্করাচার্জ

গঙ্গাসাগর, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন বিরোধীরা নানা ধরনের অভিযোগ তুলছেন, তখন নরেন্দ্র মোদীকে একজন সঠিক রাজনীতিবিদ বলেই দাবি করলেন পুরীর শঙ্করাচার্জ স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী। ২০২১ গঙ্গাসাগর মেলায় প্রতিবারের মতো এবারও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শঙ্করাচার্জ। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একথা বলেন।

শঙ্করাচার্জ বলেন, " একজন রাজনীতিবিদ হতে গেলে সব থেকে বড় একজন কূটনীতিবিদ হতে হবে। আর একজন সঠিক কূটনীতিবিদের প্রধান তিনটে গুন মিলন, নমন ও দমন সবই রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে।"

রাজ্য রাজনীতিতে যখন তৃণমূল, বিজেপি দ্বৈরথ লেগে রয়েছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে তৃণমূলের সরকারই থাকবে না বিজেপি এ রাজ্যে সরকার গঠন করবে যখন সমস্ত মহলে এই জল্পনা চলছে তখন পুরীর শঙ্করাচার্জের এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আবারও এই মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করার দাবি তোলেন শঙ্করাচার্জ। পাশাপাশি গঙ্গাসাগরের মতো তীর্থভূমিকে আধুনিকীকরণের মধ্যে দিয়ে হোটেল, লজ করে এটাকে পিকনিক স্পট করার উদ্দেশ্য ঠিক নয় বলে আরও একবার নাম না করে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি স): রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। এরই মাঝে তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ সদ্য তৃণমূল ত্যাগী বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

একুশের নির্বাচনকে লক্ষ্য করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি শুরু করে দিয়েছে সভা মিছিল-মিটিং। কিন্তু এরই মাঝে শুভেন্দু অধিকারী জনসভায় নিরাপত্তার দাবি জানালেন। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, জনসভায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করে অঘটন ঘটানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে। আর সেই জন্যই নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারীর আরও অভিযোগ কেন্দ্রীয় সুরক্ষা থাকলেও নিরাপত্তা নেই রাজ্য পুলিশের। সুরক্ষা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেই হাইকোর্টের মামলা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী।

প্রথম পর্যায় কেরলের হাতে এলো ৪.৩৩ লক্ষ টিকা

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): করোনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে কেরলে এসে পৌঁছলো কোভিশিল্ডের ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫০০ টিকা। সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া কোভিশিল্ডের টিকা কেরল সরকারকে সরবরাহ করেছে। বুধবার মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে বিমানে করে টিকার প্রথম দফাগুলো এসে পৌঁছয় কেরলে। এদিন দুইবার করে কেরলে প্রতিষেধক এসে পৌঁছয়। পুনে থেকে প্রথম বিমানটি সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ কোচি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয়। পরবর্তী বিমানটি তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে বিকেলে এসে পৌঁছয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা জানিয়েছেন, রাজ্যের হাতে ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫০০ টিকা এসে পৌঁছেছে। এরমধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টিকা এর্নাকুলামের আঞ্চলিক প্রতিষেধক স্টোরে সরবরাহ করা হয়েছে। কোজিকোড়ের আঞ্চলিক প্রতিষেধক স্টোরে সরবরাহ করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৫০০ টিকা। তিরুবনন্তপুরম রয়েছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টিকা।

ঢাকায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ভিসা সেন্টারে বিস্ফোরণে মৃত ১, জখম ৬

ঢাকা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : ঢাকার গুলশন এলাকার আমিরশাহীর দূতাবাসের ভিসা কার্যালয়ে প্রবল বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে এক জনের। ঘটনায় জখম হয়েছেন ছয় জন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে। আহতদের চিকিৎসা চলছে বেসরকারি হাসপাতালে। জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিন কাজ চলছিল ব্যস্ততম গুলশন এলাকার সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ভিসা সেন্টারে। দুবাই যাওয়ার ভিসা এখান থেকেই নিতে আসেন বাংলাদেশিরা। বুধবার দুপুরে সেই ভবনে প্রবল বিস্ফোরণ হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটির সহকারী পুলিশ কমিশনার দেবাশিস কর্মকার জানিয়েছেন, কয়েকজন আহত হয়েছেন। গুলশন এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার নাজমুল হাসান ফিরোজ জানাচ্ছেন, বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দলও সেখানে গিয়েছে। তিনি বলছেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এসির বিস্ফোরণ থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। দমকল বিভাগের কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ বলছেন, এসির মেরামত করার সময় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। এক মেরামত কর্মী ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন।

খসড়া নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): কেরলে খসড়া নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)। এই প্রসঙ্গে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বুধবার কংগ্রেস তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা রমেশ চেন্নিথালা জানিয়েছেন, গরিবদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাহুল গান্ধীর প্রস্তাবিত ন্যায় যোজনা কার্যকর করা হবে রাজ্যজুড়ে। জনগণের সঙ্গে আলোচনা করেই ইস্তেহারের পূর্ণাঙ্গ রূপ বিকশিত করা হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে জনগণের জন্য ন্যূনতম কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যায় যোজনার প্রস্তাব করেন রাহুল গান্ধী। রমেশ চেন্নিথালা এদিন জানিয়েছেন, কেরলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ জোট ক্ষমতায় এলে ন্যায় যোজনা কার্যকর করা হবে। এমনটা হলে কেরলই দেশের প্রথম রাজ্য হবে যারা জনগণের ন্যূনতম কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারবে।প্রতিটি পরিবারকে এই প্রকল্পের ভিত্তিতে মাসিক ছয় হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।অন্যদিকে রাজনৈতিক মহলের মতে কেরলের সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত এবং পৌর নির্বাচনে আশানুরূপ ফল করেনি ইউ ডি এফ। সেখানে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে রাজ্যের এলডিএফ জোট সরকার। ফলে রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে খসড়া নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়েছে।

বক্সিরহাটে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম ১

বক্সিরহাট, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : কোচবিহারে বক্সিরহাট থানার মানসাইয়ে ১০০ দিনের কাজ নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম হলেন একজন। বুধবার ঘটনাটি ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় র্যাফি।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি ঘোষিত বারকোদালি ২ অঞ্চল কমিটির সভাপতি স্মরজিৎ রাভা ও স্থানীয় তৃণমূলের ২৩৪ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য আজিদুল হক জানান, এদিন সকালে ওই বুথে ১০০ দিনের কাজ চলছিল। স্থানীয় যুবক তথা দলের কর্মী লুৎফর আলি ওরফে টোসন ওই কাজের দেখাশোনা করছিলেন। আজিদুল হক নিজেও কাজ কেমন হচ্ছে তা দেখতে সেখানে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মেহের আলির নেতৃত্বে কয়েকজন দুষ্কৃতী লুৎফরের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তাঁকে চিকিৎসার জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে খবর পেয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতির গোষ্ঠীর লোকেরা ব্লক সভাপতি ধনেশ্বর বর্মনের গোষ্ঠীর লোক হিসেবে পরিচিত দলের অঞ্চল কমিটির সহ সভাপতি তথা অভিযুক্ত মেহের আলির বাড়ির সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় র্যাপফ। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বীরভূমে মোমবাতি জ্বালিয়ে আরতি করে ভ্যাকসিনের গাড়িকে স্বাগত জানাল স্বাস্থ্য কর্মীরা

সিউড়ি, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : "তিনি" এলেন রাঢ় বঙ্গে ! রীতিমতো মোমবাতি জ্বালিয়ে আরতি করে তাকে স্বাগত জানালো স্বাস্থ্য কর্মীরা। অন্য কেউ নন - তিনি 'কোভিশিল্ড '। বুধবার সকাল থেকেই তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। বেলা বাড়তেই রীতিমতো পাইলট গাড়ি হুটার বাজিয়ে ঢুকল। মুহূর্তেই ছোটা ছুটি। গাড়ি তখনও স্ট্রাট থামায়নি। কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মী মোমবাতি জ্বালিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আরতি করছে।উৎসুক পথ চলতি লোক ও ভিড় করেছে।

এদিন দুপুরে বীরভূমের জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতরে এসে পৌঁছেছে কোভিড অতিমারীর ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড। সশস্ত্র পুলিশি প্রহরায় পাইলট ভ্যান এসকট করে নিয়ে এল ভ্যাকসিনের গাড়ি। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন স্বাস্থ্য ভবনের অনুমতি ক্রমে মোট ১১হাজার ৫০০ ভ্যাকসিন বীরভূম স্বাস্থ্য জেলায় এসে পৌছেছে। এছাড়াও রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলায় আরও ১১ হাজার ৫০০ ভ্যাকসিন এসেছে।

সিউড়ির সিএম ও এইচ দপ্তরে ভ্যাকসিনের গাড়ি পৌছতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। সকালেই অফিসে আসার পর স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা কয়েক প্যাকেট মোমবাতি কিনে নিয়ে আসে। গত এক সপ্তাহ ধরেই অফিসের বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্যাকসিন রাখার ফ্রিজ দফায় দফায় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যেখানে ২-৮ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সমস্ত ভ্যাকসিন মজুত ও সংরক্ষণ করা হবে।

এদিন হুটার বাজিয়ে ভ্যাকসিনের গাড়ি স্বাস্থ্য দফতরে পৌছতেই গাড়ির সামনে জ্বালানো হয় একাধিক মোমবাতি। রীতিমতো আরতির মতো করে ভ্যাকসিনের গাড়ির সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে প্রদক্ষিণ করে স্বাস্থ্য কর্মীরা। ততক্ষনে হাততালি দিতে শুরু করে উপস্থিত সকলেই। কোভিড আতঙ্ক কাটাতে চলেছে বলে মনে করছেন অনেকেই।জানা গেছে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন ১১৫০০ ভায়াল এসেছে। প্রতি ভ্যাকসিনে ১০ এমএল করে ওযুধ থাকছে। প্রাথমিকভাবে যে সব স্বাস্থ্য কর্মীদের উপরে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে তাদের কেও এই ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

জেলার ডেপুটি সিএমওএইচ ডাঃ দেবাশীষ রায় বলেন, ' আজ প্রথম দফায় ১১৫০০ কোভি শিল্ড ভ্যাকসিন জেলায় এসে পৌছেছে। বৃহস্পতিবার থেকেই তা ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো শুরু হবে। স্বাস্থ্য ভবনের পরবর্তী নির্দেশ আসার পর থেকেই ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হবে।'

রামপুরহাট শহরকে যানজট মুক্ত করতে উদ্যোগ প্রশাসনের

রামপুরহাট, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : শহরকে যানজট মুক্ত করতে উদ্যোগী হল প্রশাসন। অভিযোগ, শহরে লাগাম ছাড়া ভাবে বেড়েছে টোটোর সংখ্যা। ফলে দিনের অধিকাংশ সময়ই যানজট লেগে থাকছে শহরে। তার জেরে নাভিশ্বাস ওঠে শহরবাসীর। শহরের ফুটপাতে চলছে অবৈধ দখলদারি। তার জেরে যানজট বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ।

মহকুমা প্রশাসন সূত্রে বলা হয়েছে , স্ট্যাণ্ড থেকে বাস বেরিয়ে পরবর্তী স্টপেজ ছাড়া কোথাও দাঁড়াতে পারবে না। জোড় বিজোড় সিস্টেমে চলাচল করতে হবে টোটোকে। সেজন্য ইউনিয়কে টোটোর নম্বর করার জন্য বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ওয়ান ওয়ে করা হচ্ছে। অফিস টাইম সকাল ৮ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত শহরে ট্রাক্টর চলাচল নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। এসডিপিও এস আহমেদ বলেন, যান নিয়ন্ত্রনে সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। তাঁদের হ্যাণ্ড সিগন্যাল দেওয়া হবে। এছাড়া মন্ত্রী বিধায়ক তহবিল থেকে শহরে সিসি ক্যামেরা বাড়ানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করবেন। তাতে যেমন শহরের নিরাপত্তা বলয় ব্যবস্থার ঢালাও উন্নতি হবে, তেমনি কোথাও যানজট হলে দ্রুত সেখানে পৌঁছে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দ্রুত ওজন কমাতে এর জুড়ি নেই! ট্রাই করার আগে জানুন সঠিক পদ্ধতি

লোকজন ওজন কমাতে বিভিন্ন উপায়ে এবং ডায়েটের সাহায্য নেয়। এর মধ্যে কয়েকটি ডায়েট কাজ করে, তবে ওজন কমাতে অনেক সময় লাগে। ইন্টারমিটেন্ট ডায়েট কিন্তু দ্রুত ওজন হ্রাসের জন্য খুব কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি কেবল ওজন নিয়ন্ত্রণ করে না হজম ব্যবস্থাও ঠিক রাখে। এই কারণেই একধরনের ডায়েট চর্চা এখন গোটা পৃথিবীতেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।
কিন্তু প্রশ্নে হচ্ছে এই এই ইন্টারমিটেন্ট ডায়েট আসলে কী?
ইন্টারমিটেন্ট ডায়েট হচ্ছে সপ্তাহে বা দিনে একটা নির্দিষ্ট সময় না খেয়ে থাকার ডায়েট। নারী ও পুরুষভেদে এই না খেয়ে থাকার সময়সূচি আলাদা। ইন্টারমিটেন্ট ডায়েট সারা দিনে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনি কেবল ৮ ঘণ্টা খেতে পারবেন, বাকি ১৬ ঘণ্টা না খেয়ে থাকতে হবে। তবে ওই ৮ ঘণ্টায় আপনি ভাল ডায়েট নিতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সকাল ৮ টার দিকে খাওয়া শুরু করি এবং সূর্যাস্তের আগে বিকেল ৫টায় থেকে খাওয়া বন্ধ করেদি। যার অর্থ এই যে ৮-৯ ঘণ্টা আপনার শরীরের পাচনতন্ত্র কাজ করবে এবং বাকী সময় হজম ব্যবস্থা বিশ্রাম পাবে।
ইন্টারমিটেন্ট ডায়েটে কেবল ওজন হ্রাস করে না, হজম প্রক্রিয়ার জন্যও এটি কার্যকর। ইন্টারমিটেন্ট ডায়েটে ইমিউনিটি বাড়াতেও কাজ করে।
ইন্টারমিটেন্ট ডায়েটের উপকারিতা আপনি এভাবে বুঝতে পারবেন, যখন জ্বর হয় তখন আপনার খিদে কমে যায়। কম খাবার ফলে এবং শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিলে আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।
ইন্টারমিটেন্ট ডায়েটে সঠিক উপায় জানতে ছন্তুন্খদ্র জ্জদ্রন্থ্খ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নন্দিতা শাহের এই ভিডিওটি দেখুন।

তুষারপাতে চাকা ঘুরল পর্যটনের কাশ্মীর এখন মধুচন্দ্রিমার সেরা ঠিকানা!

নতুন বছরের শুরু থেকেই তুষারপাতের ফলে কাশ্মীর এখন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। উপত্যকার নানা সমস্যা ভুলে হাজার হাজার পর্যটক এখন কাশ্মীর-মুখী। তথ্য ও ছবি: সুজা উল হক।
প্রবল তুষারপাতের ফলে চেহারাই বদলে গিয়েছে কাশ্মীরের রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ির। কেউ নতুন বছরের আনন্দে অনেক দিন পর স্বর্গরাজ্য ঘুরে দেখার সুযোগে ছুটে এসেছেন কাশ্মীরে, কেউ আবার মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য বেছে নিয়েছেন বরফে মোড়া উপত্যকাকে। তথ্য ও ছবি: সুজা উল হক।
ঠিক যেমন, মহারাষ্ট্র থেকে রিশভ এবং আমি দুই সদ্য বিবাহিত যুগল তাঁদের মধুচন্দ্রিমা যাপনের জন্য বেছে নিয়েছেন ভূ-স্বর্গকে। গুলমার্গে বরফে মোড়া স্বপ্নালু পরিবেশে নিজেদের জীবনের নতুন অধ্যায়টিকে স্মরণীয় করে রাখতে চান তাঁরা। তথ্য ও ছবি: সুজা উল হক। রিশভ এবং আমির মতো অসংখ্য সদ্য বিবাহিত যুগলের কাছে বরফের চাদরে ঢাকা কাশ্মীরের নৈস্বর্গিক পরিবেশ এখন মধুচন্দ্রিমার সেরা ঠিকানা! তথ্য ও ছবি: সুজা উল হক।
রাজস্থান থেকে এখানে দ্বিতীয়বার বেড়াতে আসা রিচার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, প্রবল তুষারপাতের ফলে কাশ্মীরে আটকে পড়া পর্যটকদের আতিথেয়তায় কোনও খামতি হচ্ছে না। এখানে আটকে পড়া পর্যটকদের জন্য এখানকার মানুষ বিনামূল্যেই থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তাই এখানে তিনি বার বার আসতে চান বলে জানিয়েছেন। তথ্য ও ছবি: সুজা উল হক।
পহলগাম হোটেল এবং রেস্তোঁরা মালিক সংগঠনের সভাপতি আসিফ ইকবাল বুর্জা জানান, করোনা মহামারি ও আরও নানা কারণে কাশ্মীরের পর্যটন শিল্প ধুঁকছিল। অনেকদিন পর এখানে পর্যটকদের ঢল দেখা গেল। আশা করা যায়, এ বছরটা ভালই যাবে! তথ্য ও ছবি: সুজা উল হক।

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো Vitamin C খাচ্ছেন! ফল জানেন তো?

করোনা থেকে বাঁচতে অনেকটাই ভরসা ইম্যুউনিটি পাওয়ার বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনার ভয়ে তাই বহু মানুষই দেদার ট্যাবলেট খাচ্ছেন।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ভিটামিন সি খাওয়া ভাল। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মুঠোমুঠো ভিটামিন সি বা বিনা প্রয়োজনেই ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়ার বিস্তর ক্ষতিকারক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে।
বমি ভাব: ডাক্তাররা জানাচ্ছেন, অত্যধিক ভিটামিন সি খেলে ডায়ারিয়া হতে পারে। গা গুলিয়ে ওঠা, বমি ভাব দেখা দেয়। বেশি এরকম হলে, শরীরে জলের মাত্রা কমতে পারে। বুক জ্বালা: ভিটামিন সি-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় রয়েছে বুক জ্বালাও। বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হতে পারে। অ্যাসিডিটি বাড়ে।
তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট পরিমিত খাওয়া উচিত।
অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট অনিদ্রার কারণ। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীর আনচান করতে থাকে। অস্বস্তি বোধ হতে পারে।
কতটা খাওয়া উচিত? ডাক্তাররা জানাচ্ছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

শীতকালে ঠান্ডা নাকি গরম জলে স্নান, কোনটা উপকারি আর কোনটা ক্ষতিকর জানেন?

শীতকাল এলে অনেকে ঠান্ডার ভয়ে স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেও গায়ে জল না ঢেলেই বেরিয়ে আসেন। অনেকেই আবার শীতকালে নিয়মিত গরম জলে স্নান করেন। তবে এমনও কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁদের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা স্নানের জন্য ঠাণ্ডা জলেই ভরসা! কিন্তু শীতকালে ঠান্ডা নাকি গরম জলে স্নান, আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য কোনটা উপকারি আর কোনটা ক্ষতিকর জানেন?মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকদের মতে, নিয়মিত স্নান করাটা অনেকটাই একটা সামাজিক রীতি বা অভ্যাস। রোজ স্নানের অভ্যাস আসলে শরীর পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনেই। কিন্তু স্নানের সময় জলের তাপমাত্রাও খেয়াল রাখা জরুরি।
বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত গরম জলে স্নানের অভ্যাস শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। অতিরিক্ত গরম জলে স্নানের ফলে ত্বকের ফলিকলগুলি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। চুল ও ত্বক রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া, নিয়মিত গরম জলে স্নানের অভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে নানা হজমের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। পেটের সমস্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে পারে ত্বকের নানা সমস্যাও। মুখে ব্রণর সমস্যা দেখা দিতে পারে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁদের হার্টের সমস্যা রয়েছে, নিয়মিত গরম জলে স্নানের অভ্যাস তাঁদের মধ্যে কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।তাহলে কি শীতকালে ঠাণ্ডা লাগলেও কনকনে ঠাণ্ডা জলেই স্নান করতে হবে? একেবারেই নয়! শীতকালে কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান সর্দি-কাশি, টনসিলের সমস্যা, বাতের সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। স্নায়ুর সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাহলে উপায়! উপায় একটাই, স্নানের জলের সঙ্গে সামান্য গরম জল মিশিয়ে সেটির তাপমাত্রা স্বাভাবিক করে নিন। তার পর স্নান করুন। বিশেষজ্ঞদের মতে, সামান্য উষ্ণ জলে সারা বছর স্নান করা যেতেই পারে। তবে প্রচণ্ড গরম জল বা খুব ঠাণ্ডা জলে স্নান নানা রকম শারীরিক সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

কলকাতার হেঁশেলের খবর: জেনে নিন মাছ, মাংস, সবজির বাজার দর

আজ কি অফিস ফেরতা পথে বাজার করবেন ভাবছেন? তার আগে চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক বুধবার কলকাতায় কত যাচ্ছে মাছ, মাংস, শাক-সবজির বাজার দর (স্থানীয় বাজার দরে সামান্য হের ফের হতে পারে)।
জ্যোতি আলু ২৫ টাকা প্রতিকিলো (পাইকারি বাজার দর প্রতি কিলো ১৬-১৭ টাকা), চন্দ্রমুখী আলু ৩০ টাকা কিলো (পাইকারি বাজার দর প্রতি কিলো ২০-২২ টাকা), নতুন আলু ৩০ টাকা প্রতি কেজি, পেঁয়াজ প্রতি কিলো ৪০-৫০ টাকা (পাইকারি বাজার দর প্রতি কিলো ২০-২৫ টাকা)।
আদা প্রতি কিলো ৫০ টাকা, ফুলকপি এক একটা ৮-১০ টাকা, বাঁধাকপি প্রতি কেজি ২০ টাকা, কুমড়ো প্রতি কেজি ২০ টাকা, পেঁয়াজকলি প্রতি কেজি ৫০ টাকা, উচ্ছে প্রতি কেজি ৫০ টাকা, কড়াইশুঁটি ৪০ টাকা প্রতি কেজি।
বেগুন প্রতি কেজি ২০ টাকা, টমেটো প্রতি কেজি ৩০ টাকা, কাঁচালঙ্কা প্রতি কেজি ৮০ টাকা, গাজর প্রতি কেজি ৪০ টাকা, শিম প্রতি কেজি ২০ টাকা, লাউ প্রতি কেজি ৩০ টাকা, পটল প্রতি কেজি ৭০-৮০ টাকা, ঢ্যাঁড়স প্রতি কেজি ১০০ টাকা।
রুই মাছ (গোটা) প্রতি কেজি ১৬০-১৮০ টাকা, রুই মাছ (কাটা) প্রতি কেজি ২০০ টাকা, কাতলা মাছ (গোটা) প্রতি কেজি ২৫০ টাকা, কাতলা মাছ (কাটা) প্রতি কেজি ৩০০ টাকা, ভেটকি মাছ প্রতি কেজি ৩৫০-৪০০ টাকা, বাটা মাছ প্রতি কেজি ১৬০ টাকা, গলদা চিংড়ি প্রতি কেজি ৪৫০-৫০০ টাকা, বাগদা চিংড়ি প্রতি কেজি ৬০০-৭০০ টাকা। মুরগির মাংস প্রতি কেজি ১৫০-১৬০ টাকা, পাঁঠা/ খাসির মাংস প্রতি কেজি ৬৫০-৭২০ টাকা।

রক্তচাপ স্বাভাবিক, ভেন্টিলেটর থেকে সরানো হয়েছে শ্রীপাদকে

পানাজি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভেন্টিলেটর সাপোর্ট থেকে সরানো হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েককে। বুধবার ভেন্টিলেটর সাপোর্ট থেকে সরিয়ে নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় আয়ূষ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুনাসিক অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত। গোয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন কেন্দ্রীয় আয়ূষ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা উত্তর গোয়ার সাংসদ শ্রীপাদ নায়েক। এদিন শ্রীপাদ নায়েকের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পর গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভেন্টিলেটর সাপোর্ট থেকে সরানো হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েককে। তাঁকে অনুনাসিক অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টা তাঁকে সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষনে রাখবেন গোয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই দিল্লির এইমস থেকে পৌঁছেছে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের একটি টিম। ওই টিমের প্রধান ডাঃ রাজেশ্বরী জানিয়েছেন, তিনি (শ্রীপাদ নায়েক) ভালোভাবে শ্বাস নিচ্ছেন। শরীরের রক্তচাপ এবং অন্যান্য প্যারামিটার সন্তোষজনক। প্রসঙ্গত, গত সোমবার সন্ধ্যায় কর্ণাটকের উত্তর কন্নড় জেলায় আঙ্কোলায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল শ্রীপাদর টয়োটা গাড়ি। দুর্ঘটনায় সময় গাড়িতে তাঁর স্ত্রী, ব্যক্তিগত সচিব দীপক-সহ পরিবারের চার সদস্য ছিলেন। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্ত্রী এবং তাঁর সচিবের।

কান টানলেই মাথা আসে,রাঘব বোয়ালরাও ধরা পড়বেন : কেডি সিং গ্রেফতারি প্রসঙ্গে কটাক্ষ শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনের আগেই অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কেডি সিংকে গ্রেফতারির পর থেকেই রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। কেডি সিংকে গ্রেফতারির পরেই "কান টানলেই মাথা আসে" কটাক্ষ সদ্য তৃণমূল ত্যাগী বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন,"এই চিটফান্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের টাকা লুঠ করেছেন তৃণমূল নেতারা। পঞ্জি স্কিমের আড়ালে হাজার-হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এবার তাদের সম্পত্তি বেচে গরিব মানুষের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কান টানলেই মাথা আসে। এবার রাঘব বোয়ালরা ধরা পরবেন"। তবে, অন্যদিকে কেডি সিং গ্রেফতারি প্রসঙ্গে মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুনাল ঘোষ তোপ দাগিয়েছেন , "কেডি সিংয়ের মতো লোকদের তৃণমূলে এনেছেন মুকুল রায়। মুকুল রায় সরাসরি আর্থিক তছরুপের সঙ্গে জড়িত। বাঁচার জন্য ভয়ে বিজেপিতে ঢুকে বসে আছে। আমার উপর অনেক দোষ চাপানো হয়েছে। আমি বহু আগেই কেডি সিংয়ের নাম বলেছিলাম। তখন আমায় পাগল বলা হয়েছিল। তাই আবারও বলছি, এক্ষুনি গ্রেপ্তার করতে হবে মুকুল রায়কে"।

প্রসঙ্গত, তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। ২০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

মানিকতলায় ক্যানেল ইস্ট খালে নামতেই নিখোঁজ মহিলা

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি(হি. স.) : এবার খাস কলকাতায় খালে নেমে মিলল নিখোঁজ মহিলা। মানিকতলায় ক্যানেল ইস্ট খালে নামতেই বেপাত্তা এক মহিলা। বুধবার নিখোঁজ মহিলার খোঁজে মানিকতলা থানার পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাতে ।মানিকতলায় ক্যানেল ইস্ট এলাকার এক মহিলা ক্যানেল ইস্ট- র এক খালে নামেন। খালে নামার পর থেকেই আশ্চর্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই মহিলা। এর পরেই মানিকতলা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে ওই মহিলার বাড়ির সদস্যরা। তারপরেই বুধবার সকালে ওই মহিলার তল্লাশিতে পথে নামে মানিকতলা থানার পুলিশ। নিখোঁজ মহিলার বাড়ির সদস্যদের দাবি, ওই মহিলা খালে নামার পর থেকেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাই এদিন ওই খালে কলকাতা পুলিশের ডুবুরি নামানো হয় মানিকতলা পুলিশের তরফে। তল্লাশি চলছে নিখোঁজ মহিলার।

হাওড়ায় দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির রোড শো

হাওড়া, ১৩ জানুয়ারি (হি স): লক্ষ্য একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে শুরু করে দিয়েছে প্রস্তুতি। সেই তালিকা থেকে বাদ যায়নি বঙ্গ বিজেপিও। বুধবার ফের পথে বিজেপি।একুশের নির্বাচনকে সামনে রেখে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে হাওড়ায় রোড শো বিজেপির।

যত দিন এগিয়ে আসছে নির্বাচনের ততোই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে দ্রুত বাড়ছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। বর্তমানে সকলে তাকিয়ে আছে নির্বাচনের দিকে। সোমবারই নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে বিজেপির হয়ে খাস কলকাতায় রোড শো করেন শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তার বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভন বৈশাখীর পর এবার নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ফের পথে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন হাওড়া ডুমুর জেলা স্টেডিয়াম থেকে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির রোড শো শুরু হয়। বিজেপির এই রোড শো শেষ হবে হাওড়া ময়দানে। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে বিজেপির হয়ে রোড শো করছেন দিলীপ ঘোষ।

কে ডি সিং কি ভাইপোর বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন : সুজন চক্রবর্তী

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : কে ডি সিং গ্রেফতারির পর থেকেই রাজ্য রাজনীতি তুঙ্গে। একুশের নির্বাচনের আগেই বুধবার অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তারপর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতর। এদিন বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কে ডি সিং গ্রেফতারি প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কটাক্ষের সুর চড়িয়ে "মাননীয়ার কাছে আমাদের প্রশ্ন, কে ডি সিং কি ভাইপোর বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন" প্রশ্ন ছুড়লেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন বলেন, "কে ডি সিং গ্রেফতার হয়েছেন। যে গ্রেফতার হওয়া উচিত ছিল অনেক আগে। দেরি করতে করতে শেষমেশ এখন গ্রেফতার করা হল। প্রতারিত মানুষগুলোর কি টাকা ফেরতের বন্দোবস্ত হল? তার উদ্যোগ কি সিবিআই নিল। লোক দেখানো কাজ যেন না হয়"। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে সুজন চক্রবর্তী আরও বলেন, "মাননীয়ার কাছে আমাদের প্রশ্ন কে ডি সিংহ কি ভাইপোর বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন? কে ডি সিংহের প্লেন এবং হেলিকপ্টার ব্যবহার করে গোপনীয়ভাবে দিল্লি থেকে কলকাতায় আসা হয়েছিল। তাতে কারা কারা সওয়ারি হিসেবে ছিলেন! তিনি বাংলার মানুষ না হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে রাজ্যসভার সদস্য করা হল কেনও। অর্থ ফেরতের দায়িত্ব মাননীয়ার রয়েছে কি না "। প্রসঙ্গত,তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। ২০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে।

গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে নেই : সায়ন্তন বসু

চালসা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে নেই। বুধবার জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে দেওয়াল লিখন ও 'চায়ে পে চর্চা' কর্মসূচিতে এসে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু। তিনি বলেন, 'পাহাড় সহ তরাই ডুয়ার্সের গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ কি তৃণমূলের অত্যাচারের কথা ভুলে যাবেন। এখনও বহু গোর্খা ভাই মিথ্যা মামলায় জেলে আছেন, অনেকেই হাসপাতালে আছেন। বিমল গুরুং বিক্রি হয়ে গিয়ে তৃণমূলে গেলেও গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর সঙ্গে নেই। যাঁরা ভাবছেন যে গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষ তৃণমূলের সঙ্গে আছে তাঁরা মূর্খামি করছেন।' সায়ন্তন বসু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে মিম কোনও প্রভাব ফেলবে না।' এদিকে, শীঘ্রই বিজেপির সাত জন সাংসদ তৃণমূলে যোগদান করবেন বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। সেই প্রসঙ্গে সায়ন্তনবাবু বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় নিজেই বিজেপিতে যোগদানের জন্য যোগাযোগ করছেন।'

এদিন সায়ন্তনবাবু প্রথমে বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্রান্তি মোড় এলাকায় যান। সেখানে স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের সঙ্গে 'চায়ে পে চর্চা'য় অংশ নেন। এরপর তিনি পৌঁছে যান মঙ্গলবাড়ি এলাকায়। সেখানে দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি সোজা চলে আসেন বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন তিনি। এই কর্মসূচিতে সায়ন্তনবাবুর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল, সমতল মণ্ডল সভাপতি দীপঙ্কর ধর, আপার মণ্ডল সভাপতি পুনা ভেংরা, মজনু হক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

ওর সঙ্গে দীর্ঘদিন দলের কোনও সম্পর্ক নেই : কেডি সিং গ্রেফতারিতে মন্তব্য সৌগত রায়

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। কিন্তু এরই মাঝে বুধবার অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর তারপরেই " ওর সঙ্গে দীর্ঘদিন দলের কোনও সম্পর্ক নেই" সাফ জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়।

তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। ২০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এই প্রসঙ্গে সৌগত রখে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূল সাংসদ সাফ জানান, "ইডি অর্থমন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা। কেডি সিং-এর দোষ দেখেছে তাই গ্রেফতার করেছে। তবে ওর সঙ্গে দীর্ঘদিন দলের কোনও সম্পর্ক নেই। উনি এখন আর দলের রাজ্যসভার সাংসদও নন"।

তবে, অন্যদিকে কেডি সিং গ্রেফতারি প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এই চিটফান্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের টাকা লুঠ করেছেন তৃণমূল নেতারা। পঞ্জি স্কিমের আড়ালে হাজার-হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। এবার তাদের সম্পত্তি বেচে গরিব মানুষের টাকা ফেরত দেওয়া হবে। কান টানলেই মাথা আসে। এবার রাঘব বোয়ালরা ধরা পরবেন"।

৭০ লক্ষ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন কেডি সিং: মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বুধবার অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করার পর মুকুল রায়ের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। এর পরেই এর পাল্টা জবাব দিয়ে মুকুলবাবুর পুত্র শুভ্রাংশু রায় নিশানা করেছেন তৃণমূলকে তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। ২০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শুভেন্দু রায় বলেন, '৭০ লক্ষ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন কেডি সিং। শুধু গ্রেফতার করলে হবে না। তাঁর বিপুল সম্পত্তি উদ্ধার করে গরিবদের মধ্যে সেটা বিলি করে দিতে হবে'। এদিকে বিধানসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের আগে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি এখন প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে। সারদা, নারদা কাণ্ড নিয়ে বিজেপি নিয়মিত আক্রমণ করে চলেছে তৃণমূলকে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের দোরগোড়ায় কেডি সিং গ্রেফতার হওয়ায় তৃণমূলের যে অস্বস্তি বহু গুণে বাড়ল, তা বলার অবকাশ রাখে না।

ছত্তিশগড় রাজ্যের হাতে এল ৩.২৩ কোভিশিল্ড টিকা

রায়পুর, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে করোনা প্রতিষেধক কোভিশিল্ড টিকার প্রথম পর্যায় এসে পৌঁছল ছত্তিশগড়ের রায়পুরে।

বুধবার ইন্ডিগো বিমানে করে দুপুর ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ প্রায় ৩.২৩ লক্ষ কোভিশিল্ড টিকা এসে পৌঁছয় রাজ্যের রাজধানী রায়পুরে। পরে বিমান থেকে এই টিকাগুলিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভ্যানে করে শাস্ত্রী চকের রাজ্য প্রতিষেধক কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকেই রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা ১৩৪৯ প্রতিষেধক কেন্দ্রে এই টিকাগুলিকে বিতরণ করা হবে। প্রথম দফায় ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩৯৯ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের করোনা প্রতিষেধক দেওয়া হবে। ১৬ জানুয়ারি থেকে দেশজুড়ে যে প্রতিষেধক দেওয়ার কাজ শুরু হবে তাতে অংশগ্রহণ করবে এ রাজ্যের ৯৯ প্রতিষেধক কেন্দ্র। জেলাস্তরে টিকাগুলিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য ২৭ কোল্ড চেইন চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৮১৩। সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া কোভিশিল্ড টিকা তৈরি করেছে।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় অভিযুক্তদের ৯ বছরের কারাবাসের সাজা

রামপুরহাট, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : পণের কারণে মৃত্যুর জেরে অভিযুক্তদের ৯ বছরের কারাবাসের সাজা শোনালো রামপুরহাট দ্রুত নিষ্পত্তি সম্পন্ন দায়রা আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ৭ মার্চ মুরারই থানার গুসকিরার বাসিন্দা সুমিত্রা সাউয়ের বিয়ে হয় ময়ুরেশ্বর থানার নন্দীগ্রামে সুমন মণ্ডলের সাথে। বিয়ের মাত্র ১ বছর ৩ মাসের মধ্যে গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে মৃতার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে।অভিযোগ বিয়ের সময় যথাযথ পণ দেওয়ার পরেও ফের পণের দাবিতে বধূ নির্যাতন শুরু করে মৃতার স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তারা ২ লক্ষ টাকা দাবি করে বলে জানা গেছে। ২০১৫ সালের ৪ মে মৃতার ভাই অজয় সাউ সেই পণ কিছু পরিমাণ কমাতে মৃতার শ্বশুরবাড়ি যায়। কিন্তু তারা কোন কথা শুনতে চাননি বলে মৃতার পরিবার সূত্রে জানা যায়। তার একদিন পর অর্থাৎ ৬ জুন স্বামী সুমন মণ্ডল, শ্বশুর বিশ্বনাথ মণ্ডল, শাশুড়ি উর্মিলা মণ্ডল তিন জনে মিলে ওই গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারে বলে অভিযোগ। তারপর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ জুন মারা যান গৃহবধূ। ওই দিন মৃতার ভাই অজয় সাউ ময়ূরেশ্বর থানায় মৃতার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির নামে অভিযোগ দায়ের করে। ৭/৮ দিন পর অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। ৯০ দিন পর তারা জামিনে মুক্ত হন।

সরকারি আইনজীবী সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রামপুরহাট দ্রুত নিষ্পত্তি সম্পন্ন দায়রা আদালতের বিচারক অনিরুদ্ধ মাইতি তিন অভিযুক্তকে ৪৯৮-এ বধূ নির্যাতন ও ৩০৪ বি পণে মৃত্যু ধারায় সাজা দেন। তিন জনকেই নারী নির্যাতনে ২ বছর ও পণে মৃত্যুর জন্য ৭ বছর জেল এবং পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে আদালত।

দুদিনের সফরে রাজ্যে উপ নির্বাচন কমিশনার, চলছে বৈঠক

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : সামনে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে দফায় দফায় নিজেদের কর্মসূচি সারতে রাজ্যে আসছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা। এর মধ্যেই মঙ্গলবার রাজ্যে দুদিনের সফরে এলেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দু দফায় প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক সারবেন তিনি।

বুধবার ইতিমধ্যেই বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিন প্রথম পর্বে দক্ষিণবঙ্গর বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও এসপিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন উপ নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন। দ্বিতীয় দফায় উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারের।

বৈঠকে আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোন আধিকারিকই মুখ খুলতে না চাইলেও তাদের একাংশের মতে, ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার সুদীপ জৈনের এবারের দুদিনের সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাদের মতে, এবারের আলোচনাতেই কার্যত রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের খানিকটা হলেও ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়ে যেতে পারে।

জানা যাচ্ছে, মূলত বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের নির্বাচনী ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বাংলায় আসছেন তিনি। এছাড়াও নির্বাচনের প্রস্তুতি সহ ভোটার তালিকা পর্যালোচনার জন্যেও তার এই বঙ্গ সফর। ফিরে যাবেন তার পরের দিনই। আগামী ১৫ জানুয়ারি শুক্রবার ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে বলে জানিয়েছে রাজ্য কমিশন। তাই এর আগে ডেপুটি নির্বাচন কমিশনের রাজ্যে আসা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষত, কোন জেলায় কত বুথে অতি স্পর্শকাতর পাশাপাশি কোন জেলায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগতে পারে এবং সার্বিকভাবে

ছয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা মোদীর সঙ্গে আছেন দিদির সঙ্গে নেই : সাফ দাবি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সভা-সমিতি মিছিল মিটিং শুরু করে দিয়েছে। এরই মাঝে বিজেপি বনাম তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। বুধবার ফের প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। "পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা মোদীর সঙ্গে আছেন দিদির সঙ্গে নেই" রাজ্য সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে মন্তব্য দিলীপ ঘোষ।

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, "বিজেপি এবার জিতবে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা মোদীর সঙ্গে আছেন দিদির সঙ্গে নেই"। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, " কোলে চেপে রাজনীতি হয় না "।

এরপরেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন,"আমি স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের বিরোধিতা করছি না। আমি সরকারের প্রতারণার বিরোধিতা করছি। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করার সুযোগ পেলে আমিও করব। কার্ড পেলেন অথচ সুযোগ পেলেন না, তাহলে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড মাথায় নিয়ে শুয়ে থাকলে কি জ্বর কমবে"।

জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হলো শিশির অধিকারীকে

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি স): রাজ্যজুড়ে লেগে গিয়েছে নির্বাচনের হাওয়া। একুশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে শুরু হয়ে গিয়েছে জোর তরজা। আর এরই মাঝে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হলো শিশির অধিকারীকে বুধবার এমনটাই খবর তৃণমূল সূত্রে।

কিছুদিন আগেই তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদানের কিছুদিনের মধ্যেই বিজেপিতে যোগ দেয় শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু। আর এরই মাঝে কিছুদিন ধরেই শিশির অধিকারীর বিজেপিতে যোগদান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। গতকালই শিশির অধিকারির বিজেপিতে যোগদান প্রসঙ্গে মুকুল রায় মন্তব্য করেন "শিশির অধিকারীর বিজেপিতে যোগ দেওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র"।

সেই জল্পনার মাঝেই এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের তৃণমূলের জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানো হলো শিশির অধিকারীকে। তৃণমূল সূত্রে খবর, শিশির অধিকারীকে জেলা সভাপতির পদ থেকে অপসারিত করে সেখানে নতুন সভাপতি হলেন সৌমেন মহাপাত্র। শিশির অধিকারীকে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরানোর জেরে ফের শুরু রাজনৈতিক তরজা।

বিপুল আর্থিক প্রতারণা, চিটফান্ড মামলায় গ্রেফতার কে ডি সিং

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। ২০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হন ব্যবসায়ী কে ডি সিং। ২০২০ সাল পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন তিনি। তবে ২০১৬ সালে নারদা কাণ্ড সামনে আসার পর দলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক ছিল না তাঁর। অ্যালকেমিস্ট চিট ফান্ড মামলায় অর্থ তছরুপের অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরেই তদন্ত চালাচ্ছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। দিল্লিতে ইডি অফিসে তদন্তের জন্য কে ডি সিংকে ডাকা হয়েছিল। সেখানেই বুধবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

করোনা আবহে ক্ষতির আশঙ্কায় কপালে ভাঁজ লঞ্চ মালিকদের

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা কাঁটায় থরহরি কম্প শহরবাসী। করোনা আতঙ্কের মাঝেই গঙ্গাসাগর মেলার শুভক্ষণ এসে হাজির। প্রতিবছরই গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে উৎসাহ তুঙ্গে থাকে ভক্তদের। কিন্তু চলতি বছর কঠিন পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও পাল্টে গিয়েছে চিত্রটা।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য প্রতি বছরই লঞ্চে ভিড় জমায় পুণ্যার্থীরা। কিন্তু কোরোনা পরিস্থিতির কারণে অন্য বারের তুলনায় পুর্ণার্থীর সংখ্যা কম। ফলে ক্ষতির আশঙ্কায় কপালে ভাঁজ লঞ্চ মালিকদের। কথাতেই বলে, "সব যাত্রা বারবার গঙ্গা সাগর একবার"। প্রতি বছরই এই কথা মাথায় নিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার উদ্দেশ্য রওনা দেয় পুণ্যার্থীরা। কিন্তু এই বছর সেই চিত্রে ভাঁটা। গঙ্গাসাগর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেলেও ভক্তদের সংখ্যা অন্যান্যবারের তুলনায় অনেকটাই কম। যার জেরে যাত্রী সেরকম হচ্ছে না লঞ্চ গুলিতেও ফলে সমস্যায় পড়েছে লঞ্চ মালিকরা। তবে, গঙ্গাসাগর মেলার প্রধান আকর্ষণ নাগা সন্নাসীদের ভিড়। সেই চিত্রে বিন্দুমাত্র পড়েনি ভাঁটা। প্রতিবছরই সাগরে যাওয়ার আগে কলকাতার বাবুঘাটে ভিড় জমায় সাধু-সন্ন্যাসীরা। সাগরমেলা যাওয়ার মাঝপথে সাধুরা অনেকেই ডেরা ফেলেন বাবুঘাটের লাগোয়া মাঠে-ময়দানে। এই বছরও সেই নিয়মে বর্তমান। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে বেঁধে দেওয়া হয়েছে একাধিক নিয়ম। কারণ অন্য বছরের তুলনায় এই বছর গঙ্গাসাগরের স্নানের ছবিটা একটু আলাদা। করোনা কাঁটায় ইতিমধ্যে, মেলা প্রাঙ্গণকে কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণার আর্জি জানিয়ে, গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আর তাই চলতি বছর কঠিন পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে রাজ্য সরকার কলকাতার বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রাপথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংক্রমণ এড়াতে বাবুঘাটের কাছে করা হয়েছে কোভিড টেস্ট সেন্টার। এমনকি করা হচ্ছে জীবাণুমুক্তকরণ। তবে, করোনা আবহে সাধুদের ধীরে জমজমাট শীতের বাবুঘাট।

শরদ পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সোনু সুধের

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): এনসিপির সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বুধবার দেখা করেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুধ। এদিন বরিষ্ঠ এই নেতার বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন তিনি।

অবৈধ নির্মাণের জেরে ইতিমধ্যেই অভিনেতা সোনু সুধের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বৃহৎ-মুম্বই পৌরনিগমের তরফ থেকে। মনে করা হচ্ছে এ বিষয়ে সমাধানসূত্র বের করার জন্য রাজ্যের অন্যতম শাসক দলের শীর্ষ নেতার সঙ্গে বৈঠক অভিনেতার।

উল্লেখ করা যেতে পারে পৌরনিগমের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে জুহুতে নিজের বাসভবনকে হোটেলে পরিণত করেছেন অভিনেতা। ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে পৌরনিগম। অন্যদিকে পৌরনিগমের এই পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সোনু।

শান্তিনিকেতনে হোস্টেল খোলার দাবিতে বিক্ষোভ গবেষকদের

শান্তিনিকেতন, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : শান্তিনিকেতনে হোস্টেল খোলার দাবিতে হাতে পোস্টার নিয়ে সরব হলো গবেষকরা। তাদের দাবি যারা ফেলোশিপ পান না, তাদের পক্ষে বাইরে ভাড়া নিয়ে গবেষণার কাজ চালানো খুব কষ্টের।

বুধবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে হাতে পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। তাদের দাবি না শোনা হলে আগামীতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তারা। এব্যাপারে উপাচার্যের সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক তারা বলে সংবাদ মাধ্যমকে জানান।

আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ফের সুড়ঙ্গ! এবার কাঠুয়ায় হদিশ পেল বিএসএফ

জম্মু, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে ফের খোঁজ মিলল সুড়ঙ্গের! এবার জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে সুড়ঙ্গের হদিশ পেল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। বুধবার সকালে বিশেষ অভিযানের সময় হীরানগর সেক্টরের বোবিয়ান গ্রামে গোপন সুড়ঙ্গ দেখতে পান বিএসএফ জওয়ানরা, ওই সুড়ঙ্গ একেবারে ভারত-পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ছিল। খবর পাওয়ার পর ওই স্থানে পৌঁছে যান বিএসএফ-এর উচ্চ পদস্থ কর্তারা এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। ওই সুড়ঙ্গটি খতিয়ে দেখা হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদীরা ওই সুড়ঙ্গ থেকেই ভারতীয় ভূখণ্ডে আসত। আন্তর্জাতিক সীমান্তে অত্যন্ত সতর্ক প্রহরা সত্বেও কীভাবে তৈরি করা হল ওই সুড়ঙ্গ, তা ভাবিয়ে তুলছে বিএসএফ ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশকে।

হাওড়ায় বুলেট ভরতি কন্টেনার গাড়িতে আগুন

হাওড়া, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : করোনা আতঙ্কের মাঝেই এবার আগুন আতঙ্ক। বুধবার হাওড়ায় বুলেট ভরতি কন্টেনারে আগুন। জানা যাচ্ছে,হাওড়ার আমতায় বুলেট ভরতি একটি কন্টেনারে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। ওই কন্টেনারটিতে ৯৯ টি বুলেট বাইক ছিল। আগুন লাগার মুহূর্তের মধ্যেই খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। দমকলের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান বিদ্যুতের হাই টেনশন তার সংস্পর্শে আসায় শর্টসার্কিট হয় কন্টেনার গাড়িটিতে। আর তার জেরেই আগুন লেগে যায়। আগুন লাগার ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না থাকলেও কয়েকটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তৃণমূল কেডি সিং এর দায় এড়াতে পারে না : জয়প্রকাশ মজুমদার

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূল কোনও ভাবেই কে ডি সিং-এর দায় এড়াতে পারে না। বুধবার অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করার পর এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। একইসঙ্গে এই প্রসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন তিনি।

তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। ২০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের দিকে নিশানা করে জয়প্রকাশ বাবু বলেন, 'আর্থিক তছরুপের সঙ্গে জড়িত কেডি সিং। তৃণমূলে থাকার সময় তিনি এই আর্থিক প্রতারণা করেছিলেন। তাই তৃণমূল দায় এড়াতে পারে না।'

নাবালিকাকে গনধর্ষণ করে হত্যা, চাঞ্চল্য মুজাফফরপুরে

পাটনা, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিহারের মুজাফফরপুরে।
পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ১১ জানুয়ারি, সোমবার এক নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়। নিগৃহীতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এনে চিকিৎসা শুরু করা হয়। বুধবার সকালে নিগৃহীতার মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।
নিগৃহীতার বাবা পুলিশের কাছে ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করেছে। এই গণধর্ষণের পেছনে চারজনের হাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নারকীয় এই ঘটনা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার রাজেশ কুমার শর্মা জানিয়েছেন গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে একই কায়দায় গণধর্ষণ সংগঠিত করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। ফলে সেই ঘটনারই ছায়া দেখা গেল মুজাফফরপুরে। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা।

দুর্গাপুরে মন্ত্রীর উদ্বোধন করা স্বামীজির মুর্তি গঙ্গাজলে শোধন করে শ্রদ্ধার্ঘ্য বিজেপি

দুর্গাপুর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.) : ”শাসকদলে লালা, এনামুলের মত অপরাধীদের দাগ। ওই দলের নেতা মন্ত্রীদের ছোঁয়ায় মুর্তি উন্মোচন হওয়া শুদ্ধিকরন করল বিজেপি। ফলকে মূর্তি বসানোর মুল উদ্যোগীদের নাম না থাকায় ক্ষোভ উগরে দিল সদ্য বিজেপিতে আসা স্থানীয় কাউন্সিলার। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে চাপানাউতোর শুরু হয়েছে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরের রাজনৈতিক মহলে।
প্রসঙ্গত, গত ১২ জানুয়ারি জন্মদিনে দুর্গাপুরের শ্যামপুর মোড়ে বিবেকানন্দর মূর্তি উন্মোচন করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। মুর্তিটি রাজ্য দক্ষিনবঙ্গ পরিবহন সংস্থার আর্থিক সহায়তায় তৈরী। বুধবার ওই মূর্তিকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে শুদ্ধিকরন করল দুর্গাপুর ৪৩ কাউন্ডিলার তথা সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী। তিনি বলেন, তৃণমূলে থাকাকালীন স্বামীজির মুর্তি বসানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলাম। তার জন্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ।

কৃষি আইন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিভিন্ন সংগঠনের অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ১৩ জানুয়ারি।। এআইকেকেএমএস এর সর্বভারতীয় সভাপতি সত্যবান এবং সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা কৃষকরা এই আইন স্থগিত করা নয় সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার জন্য সংগ্রাম করছি। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। সংগঠনের তরফ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।
অন্যদিকে এসইউসিআই এর তরফ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষ ঘোষ বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পূর্ণভাবে হতাশাব্যাঞ্জক এবং সংগ্রামরত কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী।

১৮.৩৪-কোটি করোনা-টেস্ট

আটের পাতার পর
হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ২০২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০১,২৯,১১১ জন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কাঁকসায় টেন্ডার হলেও নিকাশী নির্মান বিশ বাঁও জলে, বিজেপির সদস্যের এলাকায় উন্নয়নে বঞ্চনার অভিযোগ

দুর্গাপুর, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): টেন্ডার হলেও বছরখানেক ধরে তৈরী হয়নি নিকাশীনালা। নর্দমার উপচে পড়া জলে ওষ্ঠাগত প্রাণ বাসিন্দাদের। বিরোধী সদস্য থাকায় উন্নয়নে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হল বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসায়। বুধবার ঘটনার প্রতিবাদে পঞ্চায়েত ডেপুটেশন দিল বিজেপি। অসহযোগিতার পাল্টা অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান।
জানা গেছে, কাঁকসা পঞ্চায়েতের ১৬ নং সংসদের শর্মা পাড়া। দীর্ঘদিন ধরে নিকাশী যন্ত্রনায় বাসিন্দারা। নর্দমার নোংরা জল উপচে পড়ছে রাস্তার ওপর। আর তার ওপর দিয়ে বাধ্য হয়ে যাতায়াত করতে হয় বাসিন্দাদের। অভিযোগ, পাকা নিকাশী নালার দাবী জানিয়েও সুরাহা হয়নি। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে, মাস আটেক আগে ওই নিকাশী পাকা তৈরীর অনুমোদন হয়। টেন্ডারও হয়। কিন্তু নির্মাণ কাজ শুরু হতেই জমি জটে আইনী জটিলতায় থমকে যায়। এদিকে নিকাশীর নোংরাজলে ওষ্ঠাগত প্রাণ বাসিন্দাদের। বুধবার বিজেপির পক্ষ থেকে কাঁকসা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেয়। ওই সময় পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে নিকাশীর জমি জট ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সহযোগিতা নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ হয়।
বিজেপির পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান,' তৃণমূল মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসেনি। তাই সাধারন মানুষের সমস্যা, দুর্ভোগ উপলব্ধি করবে কি করে? বছরখানেক ধরে নিকাশী তৈরীর কাজ মুখ থুবড়ে। এলাকায় বিজেপির সদস্য, তাই উন্নয়নে বঞ্চনা করছে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ড। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে কাঁকসা পঞ্চায়েত প্রধান শুক্লা সিং জানান,' টেন্ডার হয়েছে। কিন্তু নিকাশী জমিতে আইনী জটিলতায় নির্মান আটকে রয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে বহুবার বলা হয়েছে, চিঠি দেওয়া হয়েছে জমির বিষয়ে সহযোগিতার জন্য। কিন্তু কোনরকম সহযোগিতা করেনি।'

কেডি সিংয়ের মতো লোকদের তৃণমূলে এনেছেন মুকুল রায়: কুণাল ঘোষ

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি(হি. স.): অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আর এর ঠিক পরেই অধুনা বিজেপি নেতা মুকুল রায় কে গ্রেফতার করার দাবি জানালেন তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ। কুণাল বাবুর কথায়, 'কেডি সিং কে মুকুল রায় নিয়ে এসেছে। তাই ওকেও গ্রেফতার করা হোক'। তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে।

উদয়পুরের বিশিষ্ট মৎস উৎপাদকের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। উদয়পুর তথা ত্রিপুরার বিশিষ্ট মাছের রেনু -পোনা ও মাছ উৎপাদক-ব্যবসায়ী তথা খিলপাড়া এলাকার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব অমূল্য কুমার দাস আজ সন্ধ্যা সাতটায় আগরতলা আই এল এস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অমূল্য কুমার দাসের মৃত্যুতে উদয়পুর তথা ত্রিপুরার মৎস উৎপাদন ও ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতি হলো।প্রয়াত দাসের অনেক গুলি পুকুরে আজ থেকে চৌদ্দ পনের বছর আগে প্রায়শই একসাথে অনেক গুলো পুকুরে এলাকার দুষ্কৃতীরা বিষ ঢেলে সর্বস্বান্ত করার চেষ্টা হয়েছিলো। যদিও তখন উনি বাম বিরোধী আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। শত্রুরা কয়েক বার একসাথে অনেক গুলো পুকুরে বিষ ঢেলে দিলে সমূহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে দলবদল করে সি পি এম দলে নাম লেখান এবং পরবর্তীতে ২০০৯ সালে অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের শালগড়া- খিলপাড়া-ফুলকুমারী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। আজ উনার মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হলো বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। মৃত্যু কালে উনি চার ছেলে সহ অনেক আত্মীয় পরিজনের পাশাপাশি অনেক গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। আগামী কাল সকালে আই এল এস হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ দেহ উদয়পুর খিলপাড়াস্থিত নিজ বাড়িতে নিয়ে আসা হবে। গতকাল শ্বাস কষ্ট জনিত কারণে উনাকে আগরতলা আই এল এস হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

গরু চুরির সন্দেহে গাড়ি পুড়িয়ে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জানুয়ারি।। বিগত কয়েক দিন ধরে খিলপাড়া,মাতাবাড়ি ও দক্ষিণ চন্দ্রপুর এলাকায় গরু চুরির হিড়িক পড়েছে। গত দুই দিনে মাতাবাড়ি ও দক্ষিণ চন্দ্রপুর এলাকা থেকে ১৩টি গরু চুরি হয়। এরই মধ্যে আজ দুপুর বেলায় দুটি বোলেরো কেরিং অটোতে করে দশটি গরু করবুক থেকে ফাঁড়ি পথে মাতাবাড়ি চত্বরে পৌঁছানো মাত্র এলাকা বাসির সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। সন্দেহের কারন হচ্ছে একটি বোলেরো গাড়ির গরু গুলি পলিথিন দিয়ে মোড়ানো ছিলো - তা দেখে এলাকা বাসির সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। এলাকা বাসির গাড়ি দুটিকে মাতাবাড়ি পুরাতন স্কুল মাঠে নিয়ে গাড়ির চালক ও আরোহীদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং তাদের কথায় অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হওয়ায় প্রথমে আরোহীদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে হাসপাতালে পাঠায়।গাড়ির চালকগনকে মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সংলগ্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আটক করে রাখে।খবর দেওয়া হয় আর কে পুর থানায়। পুলিশ আসার ফাঁকেই একদল উত্তেজিত জনতা গাড়ি দুটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকা কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ ভ্যানে করে গাড়ির চালক দুজনকেই আর কে পুর থানায় নিয়ে যায়। বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকা কর্ডন করে রেখে গরু গুলি থানায় নিয়ে যায়। এই খবর পেয়ে উদয়পুরের সাংবাদিকরা খবর সংগ্রহ করতে গেলে এক শ্রেনীর উত্তেজিত জনতা স্থানীয় একটি বৈদ্যুতিক চ্যানেলের সাংবাদিকের হাত থেকে ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে আছাড় দিয়ে ভেঙে ফেলে। এই ঘটনায় সাংবাদিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। উত্তেজিত জনতার এই ধরনের বেআইনি কাজকে বুদ্ধিজীবি মহল ভালো চোখে নেননি। ঘন ঘন গরু চুরির ঘটনায় উদয়পুর পুরে গৃহস্থদের বিশেষ করে গরুর মালিকদের মধ্যে চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

চলছে বৈঠক

পাচের পাতার পর
কেন্দ্রীয় বাহিনী কত সংখ্যক লাগবে, এই সবকিছু এই দুদিনের বৈঠকে স্পষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে সূত্রের খবর।
প্রসঙ্গত গত মাসেও দুদিনের জন্য রাজ্যে এসেছিলেন তিনি। সেই সফরে সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও পুলিস সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি একাধিক নির্দেশও দেন। এবারের সফরে এসে সেই নির্দেশ কতটা যথাযথ পালন হচ্ছে সেদিকেও খতিয়ে দেখতে পারেন উপ নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন।

করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত, ২৪ ঘন্টায় ৪,৪৭০ জনের মৃত্যু আমেরিকায়

আটের পাতার পর
তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৫ হাজারের বেশি নাগরিক। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪,৪৭০ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২২.৮ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে, মার্কিন মুলুকে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩,৮০,০০০ জনেরও বেশি মানুষের প্রাণ। আমেরিকায় এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১ লক্ষ ৩১ হাজারের বেশি করোনা-রোগী।

মকর সংক্রান্তিতে টুসু ভাসানে মাতবে রাঢ় বাংলা

বাঁকুড়া, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : রাত পোহালেই মকর সংক্রান্তি। ওইদিন দক্ষিন বাঁকুড়া সহ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে টুসু ভাসানে মেতে উঠবে। ভোৰেৰ আলো ফোটার আগেই দলবেঁধে মেয়েরা গান গাইতে গাইতে নিকটস নদীতে হাজির হয়।ফুল মালা প্রদীপ দিয়ে সাজিয়ে ভেলার মত সুসজ্জিত চৌদলে সাজিয়ে তুসুকে ভাসান দেওয়া হয়।এর আগে সারা রাত্রি ধরে চলে তুসুর বন্দ”না গান।তুসু শুধুমাত্র বাঁকুড নয় টুসু পরব দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া,বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ডের ধলভূম, মল্লভূম, সিংভূম, সরাইকেল্লা, রাঁচী(বুণ্ডু, তামাড়, সিল্লী)র সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব।এই উৎসবের প্রাণ হল গান। তুসু গান মূলত পার্বণ গীত।
তুসু পরব সম্বন্ধে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন ,'টুসু রাঢ় অঞ্চলের শষ্যোৎসব।যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে ধান্য পাকিয়া ওঠে ও প্রতিগৃহ নতুন শষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখনই এই উৎসব আরম্ভ হয়।ইহা তুষতুষালি ব্রত নামেও পরিচিত।' অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধান দিয়ে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। এরপর পয়লা পৌষ থেকে প্রতি দিন সন্ধ্যায় বিশেষ ভাবে কুমারী মেয়েরা সমবেত হয়ে টুসু গীত গাইতে থাকে। একটি মাটির সরাতে তুষ (ধানের খোসা চূর্ণ)ভরে তার ওপর গাঁদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সরায় সংলগ্ন প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি ছোট জলচৌকির ওপর টুসু দেবীর প্রতিষ্ঠা করা হয়।
বস্তুত ধান থেকে নির্গত চাল কে যেরূপ লক্ষ্মী রূপে পূজা করা হয়, অনুরূপে তুসুকে ব্রত গানে পূজা কৰা হয়। এই রূপ গানের মাধ্যমে নবান্ন ও টুসু পরবের আনন্দোচ্ছ্বাস সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে-- নবান্নের ধান ভানলাম দিনক্ষণ করে,/তার গুচ্ছেক কুড়া রাখলাম তুষাল মায়ের তরে।/তুষাল গো রাই,/আমরা ছাবড়া পিঠা খাই লো,/ আলোতিল খাই,/বাটিতে করে সাঁজাই দিব খাও টুসাল মাই। বলা বাহুল্য, তুসু পূজার কোনও মন্ত্র নেই। টুসু গান ই টুসূ পূজা। তাদের গানেই তার স্বীকারোক্তি---মন্ত্র, তন্ত্র জানি না গো মা /হামাদের সোনার যাদুমনি তুমি গো।/কি বইলে পূজিব যাদুমনি গো,/বছর আইলে পূজায় মনভরে গো।এইভাবে একমাস(সারা পৌষ মাস) সন্ধ্যায় ধূপ, দীপ, মিষ্টান্ন দিয়ে টুসুর গান গাওয়া হয়। এরপর পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন তা নদীতে ভাসানো হয়। তুসু মূলত শস্য উৎসবের দেবী হলেও গ্রাম বাংলার মানুষের অন্তরে যেস্থান করে নিয়েছে তা মকর সংক্রান্তিতে গ্রামের নদী তটে হাজির হলেই টের পাওয়া যাবে।

৯ লক্ষ ৮৩ হাজার টিকা হাতে পেল মহারাষ্ট্র

মুম্বই, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছাতে শুরু করেছে করোনা প্রতিষেধকের টিকা। মহারাষ্ট্রে এসে পৌঁছেছে ৯ লক্ষ ৮৩ হাজার প্রতিষেধকের টিকা বলে বুধবার জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজেশ টোপে।
এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টিকা এসেছে সেরাম ইস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া তরফ থেকে। বাকি টিকা এসেছে ভারত বায়োটেকের তরফ থেকে। মহারাষ্ট্রের এখনও প্রয়োজন ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টিকার প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় মাত্র ৫৫ শতাংশ টিকা রাজ্যের হাতে এসেছে। টিকাগুলিকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য আটটি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সেখান থেকে জেলা, ব্লক এবং গ্রামীণ হাসপাতালে টিকাগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রতিষেধক দেওয়ার জন্য ৩৫০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথম দফায় ৮ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীকে টিকা দেওয়া হবে। পরিস্থিতি বুঝে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রোগীদের প্রতিষেধক দেওয়া হবে। এদিন তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে প্রতিটা টিকাই নিরাপদ। এর মধ্যে প্রথম দফায় যদি রাজনীতিবিদরাও টিকা নেন তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে এটা ঠিক নয়।

কৃষক আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রের নিন্দায় সরব রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.): কৃষকের মৃত্যু থেকেও বেশি ট্রাক্টর মিছিল নিয়ে চিন্তিত কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার কৃষক আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়ে এই কথাই জানিয়েছেন ওয়ানাডের সাংসদ তথা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।
বুধবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী লিখেছেন, ৬০ জনের বেশি কৃষকের মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত নয় কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু গণতন্ত্র দিবসের দিন কৃষকদের ট্রাক্টর মিছিল নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র।
উল্লেখ করা যেতে পারে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠকে বসা সত্ত্বেও কোনও রফাসূত্র বেরিয়ে আসেনি। ফলে কৃষকরা ২৬ জানুয়ারির দিন দেশজুড়ে ট্রাক্টর মিছিলের ডাক দিয়েছেন। এই নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। রাহুল গান্ধী সেই দিকেই ইঙ্গিত করে এই টুইট এদিন করেন। অন্যদিকে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন জারির ওপর নিষেধাজ্ঞা করে দিয়েছে। কমিটি গঠন করে দু”মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আজ হোক, কাল হোক বিজেপির ধাক্কায় তৃণমূলের ভাঙার কথাই ছিল দিলীপ ঘোষ

হাওড়া, ১৩ জানুয়ারি (হি. স.) : বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির কড়া নজর একুশের নির্বাচনে। নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে মঙ্গলবার হাওড়ায় রোড শো করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রোড শো থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি।
বুধবার নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ফের পথে নামে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন হাওড়া ডুমুর জেলা স্টেডিয়াম থেকে দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির রোড শো শুরু হয়। এই রোড শো শেষ হয় হাওড়া ময়দানে। হুড খোলা গাড়িতে চড়ে বিজেপির হয়ে রোড শো করেন দিলীপ ঘোষ। রোড শো থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ”পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা গ্রামেগঞ্জে বোঝা যাচ্ছে , শহরেও বোঝা যাচ্ছে। হাওড়ায় এই যে ঐতিহাসিক মিছিল হচ্ছে। এখন তো আবার রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে বিজেপি যেখানে মিছিল করে তার পরের দিনই সেখানে তৃণমূল মিছিল করবে। আমরা আশা করব এর থেকে বড় মিছিল করে তৃণমূল দেখাবে। আর যদি সেটা না পারে তাহলে এখানকার সমস্ত তৃণমূল নেতাদের আমরা পদত্যাগ দাবি করব। আমরা জানি ওই দল আজ হোক কাল হোক ভাঙবে। ধাক্কা দেওয়ার লোক ছিল না। বিজেপির ধাক্কায় তৃণমূলের ভাঙার কথাই ছিল”।
অন্যদিকে, বুধবার অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ড মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কানওয়ার দীপ (কে ডি) সিংকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কে ডি সিংকে গ্রেফতারি প্রসঙ্গে রোড শো থেকে দিলীপ ঘোষ বলেন, ” এই নিয়োগে অনেক কিছু চর্চা চলেছে। সিবিআই এর কাছে সমস্ত তথ্য এসে গেছে। একটা একটা করে উইকেট পড়ছে। হাত লম্বা হচ্ছে। এখন ডালপালা ছাঁটাই হচ্ছে”।
উল্লেখ্য,তদন্তে সহযোগিতা না করা-সহ একাধিক কারণে, দিল্লিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সদর দফতরেই কে ডি সিংকে বুধবার দুপুরে গ্রেফতার করা হয়েছে। কে ডি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অ্যালকেমিস্টের জন্য বিপুল পরিমাণ টাকা তোলা হয়েছিল। ২০০ কোটি টাকারও বেশি প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। সেই টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**
দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা। মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ৭টি প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হয়েছে। মেলায় সারা রাত সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে।
এদিকে, ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ চাকমাঘাট ব্যারেজ প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী পৌষসংক্রান্তি মেলা শুরু হয়েছে। এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা। মেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, এই মেলা আমাদের সংস্ক'তির অঙ্গ। নতুন সরকার আসার পর এখানে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের জন্য স্থায়ী ম' তৈরী করা হয়েছে। করোনা অতিমারি পরিস্থিতির জন্য এবছর স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্ষিপ্ত আকারে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরীদের কাছে এই উৎসব পৌষ হাংঙ্গরাই নামে খ্যাত। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও বিভিন্ন নামে এই উৎসব পালন করা হয়।
তিনি আশাপ্রকাশ করেন আগামী বছর আরও ব্যাপক আকারে এই মেলার আয়োজন করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব অমিত রক্ষিত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, সহসভাপতি হরিশঙ্কর পাল, মুঙ্গিয়াকামী বিএসি'র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস রায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক ভাস্বর ভ-াচার্য। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলায় ব্যবসায়ীগণ ২৫০টি স্টলে তাদের পসরা নিয়ে বসেছেন।

প্রার্থীরা

● **প্রথম পাতার পর**
যাবে টেস্ট করাতে সেই প্রশ্ন তুলেছে। জিবি হাসপাতালে ধরনের কার্যকলাপে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলে। করোনা টেস্ট করাতে না পারায় জিবি হাসপাতালে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোন ধরনের অজুহাত তারা মেনে নিতে রাজি নয় বলেও স্পষ্টভাবে জানায়।

বিশ্বাস

● **প্রথম পাতার পর**
সেন্টারের সামনে গণঅবস্থান সংগঠিত করে আসছেন। ইতিমধ্যেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে এবং বিনা চিকিৎসায় ৮১জনের মৃত্যু হয়েছে।সরকার তাদেরকে নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে এইসব পরিবারগুলি আরো অসহায় হয়ে পড়বে বলে তিনি মনে করেন।বিষয়টি মানবিক ও সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

অসন্তোষ

● **প্রথম পাতার পর**
যে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করা সম্ভব গাজা উদ্ধারের ঘটনার মধ্য দিয়েই তার প্রমাণ মিলেছে বলেও তারা দাবি করেছেন।সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের টহল এবং নজরদারি বাড়ানোর জন্য সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ সহ অন্যান্যরা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

আটক

● **প্রথম পাতার পর**
আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ধৃত ব্যক্তিদেরকে জিআরপি নিউ জলপাইগুড়ির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাস্ট

● **প্রথম পাতার পর**
রাজ্য কমিটির কর্মকর্তারা জানান হিন্দু পরিবারগুলো একমাত্র এ সময়ের মধ্যেই রাম মন্দির নির্মাণের জন্য অর্থ দান করার সুযোগ পাবেন।তহবিল সংগ্রহ অভিযানে প্রত্যেকের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন তারা।

সৌভাগ্য যোজনার বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে আড়াই বছর ধরে ঠিকেদার টাকা না পাওয়ায় এজিএমকে ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ জানুয়ারি।। বুধবার সিপাহীজলা জেলা টি এস ই সি এল এর সার্কেল অফিস বিশ্রামগঞ্জে ডেপুটেশনে মিলিত হলেন ঠিকাদাররা। সিপাহীজলা জেলার এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস এর নিকট টিএস ই সি এল এ ৪০ জন ঠিকেদার তাদের সৌভাগ্য যোজনা ফ্রি তে বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে ওয়ার্ক অর্ডার এবং বিল না পাওয়ায় বুধবার গন অবস্থানে মিলিত হয়ে এজিএম কে ঘেরাও করে। ঠিকাদাররা জানান যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সদুত্তর না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত এজিএমকে ঘেরাও মুক্ত করবে না। উল্লেখ্য ২০১৮/১৯ অর্থবছরের সৌভাগ্য যোজনা ফ্রিতে কানেকশন দেওয়া হয়েছিল ন ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে এই সৌভাগ্য যোজনা বিদ্যুৎ কানেকশন ফ্রীতে দেওয়া হয়েছিল।
ওই সময়ে ডিজিএম, এসডিও,এবং সিনিয়র ম্যানেজার এর চাপে পড়ে ১৫ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে দেওয়ার জন্য ঠিকেদার বাবুদের চাপ সৃষ্টি করে । তাদের চাপের মধ্যে সিপাহীজলা জেলায় সৌভাগ্য যোজনা বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে ঠিকেদার বাবুরা ওয়ার্ক অর্ডার পর্যন্ত পাননি এবং আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনো বিল না পেয়ে আজ সিপাহীজলা জেলার সার্কেল অফিসের এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস এর নিকট ১০ দিনের সময় চেয়ে ডেপুটেশনের কপি তুলে দিলেও কোন রকম আশ্বাস না পেয়ে গন অবস্থানে বসেছে বুধবার। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় ডিভিশন ১ জাম্পুইজালা এবং সোনামুড়া রবীন্দ্রনগর ডিভিশনে মিলে প্রায় ২০,০০০ সৌভাগ্য যোজনা ফ্রিতে কানেকশন দেওয়া হয়েছে ন প্রতি কানেকশনে ২৩০০ টাকা করে ধরা ছিল।
তারমধ্যে মিটার এবং পিভিসি তার বিদ্যুৎ অফিস থেকে দেওয়া হয়েছিল ন সিপাহীজলা জেলার সৌভাগ্য যোজনা কানেকশন দিয়ে তাদের ওয়ার্ক অর্ডার এবং বিল না পাওয়ায় আরো কয়েক জায়গায় ডেপুটেশন দিয়েছেন । ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে বিদ্যুৎ দপ্তর সিএমডি ছিলেন মহানন্দ দেববর্মা থাকাকালীন সৌভাগ্য যোজনা বিদ্যুৎ কানেকশন দেওয়া হয়েছিল । সিপাহীজলা জেলার বিদ্যুৎ দপ্তর এর ৪০ জন ঠিকেদার তারা বুধবার এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস এর নিকট ১০ দিনের সময় চেয়েছিলো কিন্তু আজ একুশদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলো কোন কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছিলো, যদি ১০ দিনের মধ্যে টি এস ই সি এল এর ঠিকেদাররা কোন ধরনের সুরাহা না হয় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে সাফ জানিয়ে ছিলো কিন্তু সিপাহীজলা জেলার সার্কেল অফিসে এজিএম হরেকৃষ্ণ দাস সংবাদমাধ্যমকে বলেন বিষয়টাকে নিয়ে উপরের আধিকারিকদের সাথে কথা বলবেন ন তাদের ওয়ার্ক অর্ডার এবং বকেয়া টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই বিষয়ে কথা বলবেন।
ঠিকেদার দের বক্তব্য ২০১৮ সালের অগাস্ট মাসে ১৫ দিনের মধ্যে সৌভাগ্য যোজনা ফ্রিতে বিদ্যুৎ কানেকশন দিয়ে দেওয়ার জন্য দপ্তরে আধিকারিকদের চাপ ছিল । অনেক ঠিকেদার টাকা ধারে এনে সৌভাগ্য যোজনা এ ফ্রিতে কানেকশনের কাজ করেছেন । আড়াই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল টি এস ই সি এল এর ঠিকেদার বাবুরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। সার্কেল অফিসে কর্মরত এজিএম হরে কৃষ্ণ দাস যতক্ষণ পর্যন্ত না বিল মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস না দেয় ঠিকেদাররা গন অবস্থান এবং ঘেরাও মুক্ত করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

প্রত্যাশিত জয়ে শিরোপা লড়াইয়ে ইতালি

উয়েফা নেশন্স লিগের ফাইনালসে উঠতে জয়ের বিকল্প ছিল না। দাপুটে পারফরম্যান্সে সমীকরণ মিলিয়েছে ইতালি। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে প্রত্যাশিত জয়ে লক্ষ্য পূরণ করেছে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা দলটি।লুকাকুর জোড়া গোলে ফাইনালসে বেলজিয়াম প্রতিপক্ষের মাঠে বুধবার রাতে 'এ' লিগের এক নম্বর গ্রুপের শেষ রাউন্ডে ২-০ গোলে জিতেছে চারবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। একটি করে গোল করেন আন্দ্রেয়া বেলোত্তি ও দোমেনিকো বেরার্দি।

গ্রুপের অন্য ম্যাচে পোল্যান্ডের মাঠে ২-১ গোলে জিতেও লাভ হয়নি নেদারল্যান্ডসের। এই দুই দল টিকে থাকছে 'এ' লিগে। 'বি' লিগে নেমে গেছে বসনিয়া।

ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও বেলজিয়ামকে নিয়ে আগামী বছরের অক্টোবরে হবে চার দলের ফাইনালস।শুরু থেকে আক্রমণাত্মক খেলা ইতালি ২২তম মিনিটে পায় সাফল্যের দেখা। বাঁ দিক থেকে লরেন্সো ইনসিনিয়ের ক্রসে ডি-বক্সে ছুটে গিয়ে দারুণ ভলিতে বল জালে পাঠান বেলোত্তি।তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ হতে পারতো। শুরুর একাদশে ফেরা বেরার্দির জোরালো শট দারুণ দক্ষতায় ফিরিয়ে দেন স্বাগতিক গোলরক্ষক।৩৩তম মিনিটে নিকোলো বারেল্লার ক্রসে ছয় গজ বক্সে লাফিয়ে উঠেও বলে মাথা ছোঁয়াতে পারেননি এমেরসন পালমিয়েরি। একটু পর প্রতিপক্ষের একটি শট ফিরিয়ে ইতালির ত্রাতা গোলরক্ষক জানলুইজি দোন্নারুম্মা।

দ্বিতীয়ার্ধেও একের পর এক আক্রমণ করা ইতালি ৬৬তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে। মানুয়েল লোকাতেল্লির দারুণ চিপ পাসে ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন বেরার্দি। আগের ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে বদলি নেমে একটি গোল করেছিলেন ২৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।শেষ দিকে গোল পেতে পারতেন বেরার্দির বদলি নামা ফেদেরিকো বের্নার্দেস্কি। কিন্তু তার শট ক্রসবারে লাগলে ব্যবধান বাড়েনি। এই নিয়ে টানা ২২ ম্যাচে অপরাজিত রইলো ইতালি। সবশেষ হেরেছিল পর্তুগালের বিপক্ষে, ২০১৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। ছয় ম্যাচে তিনটি করে জয় ও ড্রয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করল ইতালি। তিন জয় ও দুই ড্রয়ে নেদারল্যান্ডসের ১১ পয়েন্ট। দুই জয় ও এক ড্রয়ে পোল্যান্ডের পয়েন্ট ৭। ২ পয়েন্ট বসনিয়ার।

নাঈম ৪০, ঢাকার বাকি সবাই ৩৯

টি-টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞ বলে বিবেচিত অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানের রান ১০ বলে শূন্য। এরপর অধিনায়কের বিদায় প্রথম বলেই রিভার্স সুইপ খেলে। এই দুটি কেবল উদাহরণ। মোহাম্মদ নাঈম শেখ ছাড়া ঢাকার বাকি ব্যাটসম্যানদেরও একই দশা। বোলিংয়ে তাদেরকে গুঁড়িয়ে ব্যাটিংয়েও উড়িয়ে দিল চট্টগ্রাম।৯ উইকেটের জয়ে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ শুরু করল গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম। টুর্নামেন্টের ফেভারিট দলগুলির একটি বেক্সিমকো ঢাকা হেরে গেল প্রথম দুই ম্যাচই।মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ঢাকার ইনিংস ৮৮ রানেই শেষ করে দেয় চট্টগ্রাম।ঢাকার ইনিংসের প্রায় অর্ধেক রান আসে নাঈম শেখের ব্যাট থেকে। ২৩ বলে করেন তিনি ৪০। দলের বাকি সব ব্যাটসম্যানের সম্মিলিত রান ৩৯। বাকি ৯ রান অতিরিক্ত।

ছোট্ট রান তাড়ায় সৌম্য সরকার ও লিটন দাসের উদ্বোধনী জুটিই চট্টগ্রামকে নিয়ে যায় জয়ের কাছে। কেবল লিটনের উইকেট হারিয়ে জিতে যায় তারা ১০.৫ ওভারে।

৩৩ বলে ৩৪ রানে আউট হন লিটন। সৌম্য অপরাজিত থেকে যান ২৯ বলে ৪৪ রানে।টস জিতে বোলিং নেওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই এগোয় চট্টগ্রামের পরিকল্পনামতো। বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলামের দুর্দান্ত বোলিংয়ে শুরু হয় তাদের দাপট। বল হাতে মোসাদ্দেক হোসেন, নাহিদুল ইসলামরাও দিয়েছেন যোগ্য সঙ্গ। শুরুতে খরুচে হলেও মুস্তাফিজুর রহমান ও তাইজুল ইসলাম পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিকার ধরেন দুটি করে।শুরুতে ছন্দ পেতে একটুও সময় নেননি শরিফুল। ম্যাচের দ্বিতীয় ও নিজের প্রথম ওভারে তিনি ফিরিয়ে দেন বিপজ্জনক তানজিদ হাসান তামিমকে।ওই ওভারে কোনো রানই দেননি শরিফুল। টুর্নামেন্টের চতুর্থ ম্যাচে এসে প্রথম মেডেন নিতে পারলেন কোনো বোলার।তানজিদের বিদায় কেবলই শুরু। একের পর এক ব্যাটসম্যান অনুসরণ করতে থাকেন তাকে।তিনে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে ব্যর্থ সাব্বির রহমান। অনেক দিন ধরেই নিজেকে হারিয়ে খোঁজা ব্যাটসম্যান ব্যাটে-বলে করতেই ধুঁকছিলেন। শরিফুলের বলেই ফেরেন তিনি ১০ বলে শূন্য করে।

শট নির্বাচনে আরও চমকে দেন মুশফিকুর রহিম। দলের অমন নড়বড়ে শুরুর পর উইকেটে গিয়ে প্রথম বলেই অফ স্পিনার নাহিদুল ইসলামকে রিভার্স সুইপ খেলেন ঢাকা অধিনায়ক, গ্লাভসে লেগে বল যায় স্লিপের হাতে।এক পাশে যখন ব্যাটসম্যানদের এই দুরবস্থা, আরেক পাশে নাঈম শেখ তখন পুরো ভিন্ন রূপে। পায়ের কাজ নিয়ে আগের দুর্বলতার জায়গায় বেশ উন্নতি করেছেন বলে মনে হয়েছে। খেলেছেন চোখধাঁধানো কয়েকটি ড্রাইভ। মুস্তাফিজকে পরপর দুই বলে মেরেছেন চার-ছক্কা। নতুন অ্যাকশনে বল করতে আসা বাঁহাতি স্পিনার তাইজুলকে প্রথম দুই বলেই উড়িয়েছেন ছক্কায়।আকবর আলিও ততক্ষণে বেশ ভালো শুরু করেছেন। দুজনের জুটি জমে উঠতে শুরু করেছে। তখনই আবার চিত্র বদলে দেন মোসাদ্দেক হোসেন। এক ওভারেই ফিরিয়ে দেন তিনি এই দুজনকেই।দায় বেশি অবশ্যই দুই ব্যাটসম্যানেরই। উইকেট সোজা বল কাট করতে গিয়ে বোল্ড আকবর (১৩ বলে ১৫)। জোরের ওপর করা ডেলিভারি সামনে না খেলে পেছনের পায়ে খেলতে গিয়ে পায়ে লেগে বোল্ড নাঈম।পরের ব্যাটসম্যানরাও আর পারেননি তেমন কিছু। ঢাকা তাই পারেনি একশর কাছে যেতেও। ৫ ব্যাটসম্যানের নামের পাশে শূন্য রান।চট্টগ্রামের ৬ বোলারের সবাই পেয়েছেন উইকেটের দেখা। অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুনের বোলিং পরিবর্তন ও মাঠ সাজানোও ছিল বেশ নজরকাড়া।৮৮ রানের পুঁজিতে লড়াই করা কঠিন। সৌম্য ও লিটন সেই সুযোগও দেননি ঢাকাকে।

৯.৪ ওভারে ৭৯ রানের জুটি গড়েন দুজন। জয়ের কাছে গিয়ে লিটন বোল্ড হন নাসুম আহমেদের নিচু হওয়া বলে। সৌম্য ফেরেন দলের জয় নিয়ে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

বেক্সিমকো ঢাকা: ১৬.২ ওভারে ৮৮ (তানজিদ ২, নাঈম ৪০, সাব্বির ০, মুশফিক ০, আকবর ১৫, শাহাদাত ২, আবু হায়দার ০, মুক্তার ১২, নাসুম ৮, রুবেল ০, মেহেদি রানা ০*; নাহিদুল ৩-০-১৩-১, শরিফুল ৩-১-১০-২, মুস্তাফিজ ৩.১-১-১৩-২, মোসাদ্দেক ২-০-৯-২, তাইজুল ৪-০-৩২-২, সৌম্য ১-০-২-১)।

গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম: ১০.৫ ওভারে ৯০/১ (লিটন ৩৪, সৌম্য ৪৪*, মুমিনুল ৮*; রুবেল ৩-০-২৩-০, মেহেদি ৩-০-৩০-০, আবু হায়দার ২-০-১৫-০ মুক্তার ১-০-১০-০, নাসুম ১-০-৫-১, শাহাদাত ০.৫-০-৭-০)। ফল: গাজী গ্রুপ চট্টগ্রাম ৯ উইকেটে জয়ী

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

মারাদোনাকে দ্রুত সমাহিত করার ভাবনা পরিবারের

আর্জেন্টিনা সরকারের এক সুত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিবারের পক্ষ থেকে মারাদোনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্রুত শেষ করার কথা ভাবছে। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য এ বিষয়ে এখনও কিছু বলা হয়নি।কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে গত বুধবার মারা যান ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত ১৯৮৬ বিশ্বকাপজয়ী মারাদোনা। প্রিয় তারকাকে শেষবারের মতো বিদায় জানাতে বুয়েন্স আইরেসের রাস্তায় নেমে এসেছে হাজারো ভক্ত-সমর্থক।

মারাদোনা পরিবারের ভাবনা, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বুয়েন্স আইরেসের উপকণ্ঠে বেইয়া ভিস্তা কবরস্থানে তার সমাধি হবে, যেখানে শুয়ে আছেন তার মা-বাবাও।

তবে তা শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দেরি হতে পারে বলেও জানিয়েছে তারা।

কোভিড-১৯: আক্রান্ত পাকিস্তান দলের ৬ জন

দেশ থেকে চার দফায় কোভিড-১৯ পরীক্ষা করিয়ে যাওয়ার পরও বড় বিপাকে পড়ল পাকিস্তান। নিউ জিল্যান্ডে পৌঁছানোর পর প্রথম পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছেন দলের ৬ জন সদস্য।

ক্রিকেট নিউ জিল্যান্ডের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৬ জনের ৪ জন নতুন আক্রান্ত। বাকি ২ জনের আগে থেকেই ছিল। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য নিশ্চিত করা হয়নি, এই ৬ জনের কজন ক্রিকেটার, কজন ম্যানেজমেন্টের অংশ বা তারা কারা।আক্রান্তদের ক্রাইস্টচার্চে আলাদা আইসোলেশন সেন্টারে রাখা হবে। দলের বাকিরা কোয়ারেন্টিনে থাকবেন আলাদা।নিয়ম অনুযায়ী, নিউ জিল্যান্ডে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে পাকিস্তান দলকে। তবে পরীক্ষায় নেগেটিভ হওয়া ক্রিকেটারদের ঘরবন্দি থাকতে হবে চার দিন। এরপর কোয়ারেন্টিনে থেকেই অনুশীলন করতে পারবেন তারা।৬ জন পজিটিভ হওয়ার পাশাপাশি কোয়ারেন্টিনের নিয়ম ভেঙেও আলোচনার জন্ম দিয়েছে পাকিস্তান দল। নিউ জিল্যান্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, আইসোলেশনের প্রথম দিনেই কয়েকজনের বিধি ভাঙার ব্যাপারটি ধরা পড়েছে সিসিটিভিতে। এটা নিয়ে পাকিস্তান দলকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কিউই বোর্ডের পক্ষ থেকে সফরকারীদের কোয়ারেন্টিনের বিধি আবারও ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।এই সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টি ও দুটি টেস্ট খেলবে পাকিস্তান দল।

স্মিথকে ঘায়েলের পথ বাতলে দিলেন টেন্ডুলকার

স্টিভেন স্মিথের অপ্রথাগত ব্যাটিংয়ে বোলাররা লাইন-লেংথে গড়বড় করে ফেলেন প্রায়ই। শর্ট বলে খানিকটা যে দুর্বলতা ছিল, ভারত সিরিজের আগে সেই শাফল করে, ওই লাইন সম্ভবত চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি সরে যাবে।"“স্মিথের ব্যাটের কানা পেতে হলে, বোলারকে চতুর্থ ও পঞ্চম স্টাম্পের মাঝে লক্ষ্য করে বল করতে

জায়গায়ও নিজেকে প্রস্তুত বলে তিনি দিয়েছেন হুঙ্কার। তবে শচিন টেন্ডুলকার খুঁজে বের করেছেন এই অস্ট্রেলিয়ানকে ঘায়েল করার পথ। ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি মনে করছেন, চতুর্থ ও পঞ্চম স্টাম্পের মাঝে বল করেই কেবল স্মিথকে বিপাকে ফেলা সম্ভব।টেস্টে সাধারণত বোলাররা অফ স্টাম্প বা চতুর্থ স্টাম্প লক্ষ্য করে বোলিং করেন। কিন্তু স্মিথের ক্ষেত্রে ওই লাইন কার্যকর হবে বলে মনে করেন না টেন্ডুলকার। উইকেটে এই অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের সবসময় নড়াচড়া ও শাফল করে ব্যাটিং করার কৌশলের কারণে আরেকটু দূরে বল করার পরামর্শ দিলেন তিনি।আসছে অস্ট্রেলিয়া-ভারত সিরিজে স্মিথ যে বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন, ভালো করেই জানেন টেন্ডুলকার। তাই ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের মাধ্যমে স্মিথকে পরীক্ষায় ফেলার উপায় ভারতের বোলারদের জানালেন দলটির সাবেক এই তারকা ব্যাটসম্যান।“স্মিথের টেকনিক অপ্রথাগতটেস্টে আমরা সাধারণত বোলারদের অফ স্টাম্পের আশেপাশে, হয়তো চতুর্থ স্টাম্পে বল করতে বলে থাকি। কিন্তু স্মিথের জন্য, যেহেতু সে হবে। আমি যতটুকু পড়েছি, স্মিথ বলেছে, সে শর্ট বলের জন্য প্রস্তুতসে সম্ভবত প্রত্যাশা করছে, বোলাররা তার বিপক্ষে আক্রমণাত্মক থাকবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তাকে অফ স্টাম্পের ওই জায়গায় বল করে পরীক্ষায় ফেলা প্রয়োজন।

The Executive Engineer, W.R Division No-II, 3rd Floor, P. N. Complex, Gurkhabasti, Agartala Tripura. invites e-E0I against press NIEOI No 02/EE/WRD-Il/2020-21 * Dated 06-01-2020
The Executive Engineer, Water Resource Division No-II, invites e-Expression of Interest on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" from original equipment manufacturer or their authorized Indian Agents/Multi-national companies and their joint ventures/Firms etc. having three years experienced of similar nature of work and interested bidders for "Operation, Maintenance of Dredger and De-siltation of Rudrasagar lake, under PWD(WR), by using Department's amphibian multi functional dredger, Water Master Classic -IV dredger machine".
This is an invitation for e-expression of interest open to original equipment manufacturer or their authorized Indian Agents/ Multi-national companies and their joint ventures/Firms etc having three years experienced of similar nature of work.
Last date of e-bidding document downloading & Uploading is 10-02-2021 upto 3.00 P.M. in website htips:// tripuratenders.govin
For more details kindly visit: https://tripuratenders.aov.in vide tender ID:- or contact with the 0/0 the bid inviting authority Ph No: 9436460131/7005447625.
ICA-C-2785/21
Executive Engineer
W.R. Division No-II 3rd Floor of
Khadaya Bhavan, P. N. Complex,
Gurkhabasti, Agartala, West Tripura.

আই. টি. আই. লংতরাই ভ্যালীতে খালি আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই. টি. আই. লংতরাই ভ্যালীতে, অনলাইন ভর্তির পর এখনো কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই. টি. আই. লংতরাই ভ্যালীতে ২০২০-২১ এবং ২০২০-২২ ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডে ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে Walk-In-Admission- এর জন্য পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ট্রেডের নাম ও প্রশিক্ষণের সময়কাল		শূন্য আসনের সংখ্যা				শিক্ষাগত যোগ্যতা
		অসংরক্ষিত (UR)	তপশিলি উপজাতি (ST)	তপশিলি জাতি (SC)	মোট আসন	
1-Year Trade	COPA	02	05	05	12	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
	Dress Making	18 (01 for Ex-Servicemen)	11 (01 for Ex-Servicemen)	05	34	অষ্টম উত্তীর্ণ
	Welder	14	09	04	27	
	Pump Operator cum Mechanic	02	12 (01 for Ex-Servicemen)	03	17	
2-Years Trade	Electrician	NIL	NIL	01	01	অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞান/বিজ্ঞান সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
	Electronics Mechanic	01(Ex-Servicemen)	04	02	07	
	Mechanic R&AC	11 (01 for Ex-Servicemen)	13	06 (01 for Ex-Servicemen)	30	

- ভর্তির নিয়মাবলী ও শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে।
- সমস্ত সার্টিফিকেটের (সরকার অনুমোদিত বোর্ডের Admit Card, Marksheet, Pass Certificate, AADHAAR card, Caste, PRTC/ Citizenship, PH, Ex-Serviceman) self-attested copy আবেদনপত্রের সাথে আই. টি. আই. লংতরাই ভ্যালীতে জমা দিতে হবে এবং অরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলি কর্তৃপক্ষকে দেখাতে হবে।
- আবেদনপত্র জমার তারিখ ঃ- ১৮/০১/২০২১ ।
- আবেদনপত্র জমার সময় ঃ- সকাল ১১ ঘটিকা থেকে বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত।
- মেধা তালিকা প্রকাশের সময় ঃ- ২:৩০ ঘটিকা।
- ভর্তি ঃ- বেলা ২:৩০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- আসন সংরক্ষণ ত্রিপুরা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
- ভর্তির আবেদনকারী প্রার্থীদের সেইদিনই Caution money ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা নগদ, ৩ (তিন) কপি ছবি, AADHAAR, Bank Passbook ও সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested photo copy জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।
- ড্রপ-আউট প্রশিক্ষণার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না। আই. টি. আই. -তে প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে একই সাথে সমসাময়িক অন্য কোন নিয়মিত কোর্স করা যাবে না। ভর্তির পর সকল প্রশিক্ষণার্থীদের আই. টি. আই. এর নিয়ম ও নির্দেশাবলী মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
- বিস্তারিত তথ্যাদি আই. টি. আই. -এর ট্রেনিং সেকশন থেকে জানা যাবে।

ICA/D-1263/21
স্বাক্ষরিত/-
অধ্যক্ষ
আই. টি. আই., লংতরাইভ্যালী
ধলাই, ত্রিপুরা

গ্রামীণ ত্রিপুরায় এখনও আল্পনা আঁকার পরম্পরা রয়ে গেছে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন বুধবার লংকামুড়ায় তোলা নিজস্ব ছবি।

ঠাণ্ডায় কাঁপছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারত, কুয়াশায় বেহাল জনজীবন

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ফের অনেকটাই পারদ-পতন রাজধানী দিল্লিতে। বুধবার দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে কনকনে ঠাণ্ডা বেড়েছে দিল্লিতে। প্রবল ঠাণ্ডায় বিপর্যস্ত রাজধানী দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়েছে পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশেও। বুধবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কানপুরে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠাণ্ডার পাশাপাশি জনজীবনের হাল বেহাল করেছে কুয়াশা। প্রবল কুয়াশার জেরে ব্যাহত হয়েছে যানবাহন চলাচল। এদিন ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ-সর্বত্রই হাড়কাঁপুনি দেওয়া ঠাণ্ডার পাশাপাশি মোটা কুয়াশার আস্তরণ ছিল। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির সফদরজংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পালমে ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লির পঞ্জাবি বাগ, পশ্চিম বিহার, বিজয় চক, ইন্ডিয়া গেট, সংসদ ভবন চত্বর প্রভৃতি এলাকা। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে লাইট জ্বালিয়ে চলাচল করেছে গাড়ি। কুয়াশার কারণে এদিন একই অবস্থা ছিল উত্তর প্রদেশেও। ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল কানপুর, বারাণসী।

ট্রাম্পের ইউটিউব চ্যানেল সাসপেন্ড, নীতি লঙ্ঘনের দায়ে হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): টুইটার, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের পর এবার ইউটিউব। আমেরিকার বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবার কোণঠাসা করল ইউটিউবও। নীতি লঙ্ঘনের দায়ে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইউটিউব চ্যানেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ভিডিও। এখানেই শেষ নয়, ট্রাম্পের চ্যানেলকে সাসপেন্ডও করেছে ইউটিউব। ট্রাম্পের চ্যানেলে আপলোড হওয়া নতুন ভিডিও-র প্রেক্ষিতে হিংসার সম্ভাবনা রয়েছে, এই কারণে দেখিয়ে বিদায়ী প্রেসিডেন্টের চ্যানেল থেকে ভিডিও সরিয়ে দিয়েছে ইউটিউব।

আমেরিকার সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার গভীর রাতে ইউটিউব বিবৃতিতে জানিয়েছে, ট্রাম্পের চ্যানেলটি নুন্যতম ৭ দিনের জন্য নতুন ভিডিও আপলোড অথবা লাইভ স্ট্রিমিংয়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে, প্রয়োজনে সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে। উল্লেখ্য, ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে ট্রাম্প-সমর্থকদের হামলার পর থেকেই বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ট্রাম্পকে কোণঠাসা করে দিয়েছে। ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট ইতিমধ্যেই পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ফেসবুকও অনির্দিষ্টকালের জন্য ট্রাম্পের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। একইপথে হেঁটেছে ইনস্টাগ্রাম। এবার ইউটিউবও ট্রাম্পের চ্যানেল সাসপেন্ড করল এক সপ্তাহের জন্য।

ট্যাংরায় প্রহৃত বিজেপি কর্মী আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরাও; অভিযুক্ত তৃণমূল

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): গত সপ্তাহেই এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ট্যাংরা এলাকা। সেই ঘটনার পর এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ফের মঙ্গলবার রাতে বিজেপি কর্মীকে মারধর করায় ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল সেই ট্যাংরা এলাকাতেই। বিজেপি সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে এক বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। পরিবারের লোকজন বাঁচাতে এলে তাদের উপরে হামলা চালায় দুষ্কৃতীর দল। এই ঘটনায় বুধবার সকালেও উত্তেজনা ছিল মথুরবাবু লেনে। অভিযোগের আঙুল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে মথুরবাবুর লেনে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডে কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান শেষে রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন দলের বুথ সভাপতি বাপি দে। তখনই তাকে তৃণমূলের কয়েকজন আচমকাই লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় তাকে দেখে তার পরিবারের লোকজন বাঁচাতে এলে তাদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় বাপি বাবুকে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার জেরে বুধবারেও উত্তপ্ত ছিল মথুরবাবুর লেন এলাকা।

বৃহস্পতিবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, টিকাকরণে নজরদারি চালাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে চলে এসেছে করোনা ভ্যাকসিনের টিকা। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে টিকাকরণ। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যসচিব বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছেন দুই থেকে তিনদিনের মধ্যেই বিভিন্ন জেলায় সেই টিকা পৌঁছে দেওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, প্রথম টিকাকরণের দিন বিভিন্ন ব্লক স্তরে নজরদারি চালাবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি কথা বলবেন যাঁরা টিকা নিচ্ছেন তাদের সঙ্গেও ইতিমধ্যেই ভ্যাকসিন নিয়ে বিভিন্ন জেলা গুলিকে পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখার জন্য নির্দেশ পাঠিয়েছে নবান্ন। জেলাশাসক এবং জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠক সেরে ফেলেছেন রাজ্য স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম। আগামীকাল এই ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে ফের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে ২৪টি বেসরকারি হাসপাতালে প্রতিনিধিদের থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি থেকে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও কোভিড যোদ্ধারা এই ভ্যাকসিন পাবেন। ইতিমধ্যেই কোভিশিল্ড পৌঁছে গিয়েছে চুঁচুড়ায়, জেলা ভ্যাকসিন সেন্টারে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার পুণের সেরাম ইন্সটিটিউট থেকে বিশেষ বিমানে ভ্যাকসিন-এর ডোজ পৌঁছয় কলকাতায়। এরপর বিমানবন্দর থেকে বাগবাজারে কেন্দ্রীয় মেডিক্যাল স্টোরের নিয়ে যাওয়া হয় কোভিশিল্ড। গতকালই রাতে ট্রাকে করে হাওড়া, হুগলি ও উত্তর ২৪ পরগনায় পৌঁছে গিয়েছে ভ্যাকসিন।

মধ্যপ্রদেশে বিষমদে মৃত্যু বেড়ে ২০, সরানো হল কালেক্টর ও এসপি-কে

ভোপাল, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় বিষমদ খেয়ে প্রাণহানির ঘটনায় কঠোর পদক্ষেপ নিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বিষমদ খেয়ে প্রাণহানির ঘটনায় মোরেনা জেলার জেলা কালেক্টর এবং পুলিশ সুপার (এসপি)-কে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মোরেনা জেলার বাগচিনি থানার অন্তর্গত মানপুর পৃথ্বী গ্রাম এবং সুমাভালি থানার অন্তর্গত পাহাভালি গ্রামে বিষমদ খেয়ে মোট ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও আরও অনেকেই অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিষমদ কাণ্ডের প্রেক্ষিতে বুধবার সকালে উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এদিনের বৈঠকের পরই মোরেনা জেলার জেলা কালেক্টর এবং পুলিশ সুপার (এসপি)-কে তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দৈনিক করোনা-আক্রান্ত ১৫,৯৬৮ জন, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,৫১,৫২৯

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে দৈনিক কোভিড-১৯ সংক্রমণ খানিকটা বাড়ল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১৫ হাজারের বেশি নাগরিক করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ২০২ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৭ হাজারের বেশি করোনা-রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০১,২৯, ১১১ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫,৯৬৮ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১, ০৪,৯৫,১৪৭-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ২০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৭,৮১৭ জন। ২০২ বেড়ে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫১,৫২৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৭, ৮১৭ জন সুস্থ হওয়ার পর ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০১,২৯,১১১ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,০৫১ জন।

করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত, ২৪ ঘন্টায় ৪,৪৭০ জনের মৃত্যু আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক মৃত্যুর নিরিখে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা। একধাক্কায় আমেরিকায় ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,৪৭০ জনের। পাশাপাশি বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ২২.৮ মিলিয়নের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ৩ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি মানুষের।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ৩৩১ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৫৭১ জনের

হায়দরাবাদ, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন করে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমেই চলেছে তেলেঙ্গানায়। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৩১ জন। পাশাপাশি শেষ ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৯০,৬৪০ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৫৭১ জনের। তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতা হয়েছেন ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬১১ জন।বুধবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৩১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩৯৪ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৮৪,৬১১ জন করোনা-রোগী। মঙ্গলবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৪৫৮ জন।

সাইবার অপরাধের পর্দাফাঁস কাশ্মীরে ধৃত ২৩ জন অভিযুক্ত

শ্রীনগর, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীরে সাইবার জালিয়াতি এবং হ্যাকিংয়ের বড়সড় চক্রের পর্দাফাঁস করল কাশ্মীর পুলিশ। শ্রীনগরের (কাশ্মীর জোন) সাইবার পুলিশ স্টেশনে দায়ের হওয়া একটি এফআইআর-এর ভিত্তিতে মোট ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে কাশ্মীর পুলিশ। বুধবার কাশ্মীর পুলিশের আইজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, ”সাইবার জালিয়াতি এবং হ্যাকিংয়ের দায়ে শ্রীনগরের (কাশ্মীর জোন) সাইবার পুলিশ স্টেশনে একটি এফআইআর দায়ের হয়, এরপর শ্রীনগর জেলার বিভিন্ন কল সেন্টারে অভিযান চালানো হয়। মোট ২৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।” পুলিশ সূত্রের খবর, চলতি মাসেই (২০২১ সালের ২ জানুয়ারি) সাইবার পুলিশ স্টেশনে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছিল, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬, ৬৬-বি, ৬৬-সি এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯ ও ৪২০ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। সেই এফআইআর-এর ভিত্তিতে শ্রীনগর জেলার বিভিন্ন কল সেন্টারে হানা দিয়ে মোট ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সক্রিয় রোগী কমে ২.০৪ শতাংশ, ভারতে ১৮.৩৪-কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ জানুয়ারি (হি.স.): করোনা-পরীক্ষা যত বাড়ছে, ভারতে ততটাই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা। ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ৮.৩৬-কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৫০৭ জন করোনা-রোগী (২.০৪ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বুধবার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ জানুয়ারি (মঙ্গলবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৩৬,২২৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৮,৩৪, ৮৯,১১৪।

ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৭,৮১৭ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৫১ শতাংশ। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫১,৫২৯ জনের মৃত্যু

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।